অনুমতি ছাড়া হজ করলে প্রবাসীদের ফেরত পাঠানোর হুমকি সৌদির

সারে-জমিন

ভিন রাজ্যে ফের পাড়ি সুন্দরবনের শ্রমিকদের

রূপসী বাংলা

যেসব কারণে মোদির জনপ্রিয়তা ধাক্কা খেল

সম্পাদকীয়

বাজারে জমে রয়েছে জল, সমস্যায় আইহো বাজার

সাধারণ

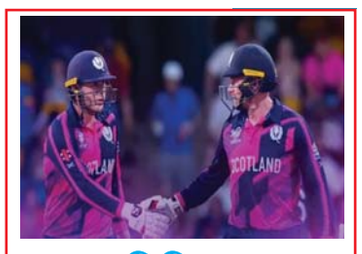

নামিবিয়াকে হারিয়ে স্কটল্যান্ডের ‘প্রথম’ জয়

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৮ জুন, ২০২৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 155 ■ Daily APONZONE ■ 8 June 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


## প্রথম নজর

### ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ জুন

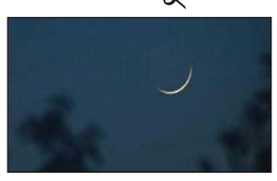

**আপনজন ডেস্ক:** হিজরি ১৪৪৫ সনের পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। তাই আগামী ১৭ জুন সোমবার পবিত্র ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদ অনুষ্ঠিত হবে।
শুক্রবার কলকাতার মসজিদে নাখোদা মারকাজি রুহিয়াত-এ হিলাল কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ১৪৪৫ হিজরির জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। তাই এ বছরের ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ জুন ইনশাআল্লাহ।
এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের যুগদিয়ার হিলফুল ফুজুল সংগঠনের তরফে মুফতি জাকারিয়া জানিয়েছেন, শুক্রবার জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে।
এদিকে, সৌদি আরবে আগামী ১৬ জুন সৌদিতে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। হিজরি ক্যালেন্ডারে জিলকদ সবশেষ মাস। এটি মুসলমানদের পবিত্র হজের মাস। এ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে হজের খুতবা দেওয়া হয়। এবার আরাফাতের দিন শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বা কোরবানি ঈদ। ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এই ঈদে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু কোরবানি করে থাকেন।

### মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করতে সায় রাষ্ট্রপতির, শপথ রবিবার

**আপনজন ডেস্ক:** বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একই সঙ্গে নতুন সরকার গঠনের অনুমতি দিয়েছেন তিনি। আগামীকাল রবিবার সন্ধ্যায় শপথ নেবে এই সরকার। আজ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে মোদির হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। এর আগে এনডিএ জোট থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে জোটের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় মোদিকে। এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয় এনডিএ। রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে নরেন্দ্র মোদি বলেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিষয়েও কথা বলেছেন। এ সময় রাষ্ট্রপতিকে তিনি বলেছেন, ৯ জুন সন্ধ্যায় শপথের আয়োজন করা হলে ভালো হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ লোসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এনডিএ জোট।

# গোরক্ষকরা পিটিয়ে হত্যা করে দেহ ফেলল ছত্তিশগড়ের মহানদীতে

**আপনজন ডেস্ক:** ভোট শেষ হতেই ফের গোরক্ষকদের দাপট শুরু হল। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলায় উন্মত্ত জনতার তাড়া খাওয়ার পর গণপিটুনিতে দুই গরু পরিবহনকারী মারা যান এবং অপর একজন গুরুতর আহত হন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (রায়পুর গ্রামীণ) কীর্তন রাঠোর জানিয়েছেন, রায়পুর-মহাসমুন্দ আন্তঃজেলা সীমান্তে আড়ং থানা এলাকায় ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। আড়ং থানার ইনচার্জ সত্যেন্দ্র সিং শ্যাম বলেন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার মধ্যরাতে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে খাস সম্প্রদায়ের তিন যুবক একটি ট্রাকে করে গবাদি পশু নিয়ে যাচ্ছিল। আড়ং দিয়ে প্রায় ২৪টি গবাদিপশু নিয়ে যায়। এ সময় দশ থেকে বারোজন যুবক তাদের ধাওয়া করে মহানদীর কাছে ট্রাক থামিয়ে তিন যুবককে মারধর করে মহানদীতে ফেলে দেয়। মহানদী নদীর উপর ৩০ ফুট উঁচু সেতুর নীচে তিনজন আহত অবস্থায় পড়ে আছে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। যে ট্রাকে তারা গরু নিয়ে যাচ্ছিল সেটি সেতুর উপর পাওয়া গেছে। তিনজনের মধ্যে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং অন্য দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের মহাসামুন্দের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম গুড্ডু খান ওরফে মহম্মদ তেহসিন (৩৫) ও চাঁদ মিয়া (৩৩)। আহত সাদ্দাম কুরেশিকে পরে রায়পুরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনজনই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। এএসপি জানিয়েছেন, খান সাহারানপুরের বাসিন্দা এবং চাঁদ মিয়ার বাড়ি শামলি জেলার। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মহাসমুন্দ থেকে পশু নিয়ে রায়পুরের দিকে যাচ্ছিলেন ওই তিন ব্যক্তি। পরে সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং গরুগুলোকে গোশালায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এএসপি রাঠোর জানিয়েছেন, গণপিটুনির শিকার কিনা জানার জন্য মৃতদের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমরা চিকিৎসকদের বলেছি যত দ্রুত সম্ভব একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দিতে। আমরা রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছি।
এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই যে এটি গণপিটুনি ছিল। যারা ধাওয়া করেছে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।আহত ব্যক্তি বর্তমানে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা। নিহতদের শরীরে বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৩০ ফুট উঁচু সেতু থেকে পড়ে পাথরের ওপর পড়লে আঘাত লাগতে পারে। কীভাবে আঘাত লেগেছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টই বলতে পারবে।

### মানহানি মামলায় জামিন মঞ্জুর রাহুলের

**আপনজন ডেস্ক:** কর্নাটক বিজেপির দায়ের করা মানহানির মামলায় শুক্রবার জামিন পেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সাংসদ-বিধায়ক সংক্রান্ত মামলার বিশেষ আদালত রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিগত হাজিরার জেরে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে।
আদালত রাহুলের ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করে এবং ৭৫ লক্ষ টাকার জামিনে তাকে জামিন দেয়। রাহুলের সঙ্গে আদালতে উপস্থিত ছিলেন সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারও। ২০২৪ সালের ১ জুন বিশেষ আদালতের বিচারক কে এন শিবকুমার ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাকে ৭ জুন হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন। গত ১ জুন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারকে ব্যক্তিগত হাজিরার পর জামিন দেওয়া হয়।
এমএলসি এবং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কেশব প্রসাদ মানহানির মামলা দায়ের করে বলেছিলেন যে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা জারি করা এবং প্রচারিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনগুলি মিথ্যা এবং এর বিষয়বস্তু বিজেপির মানহানি। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিজ্ঞাপনগুলিতে ‘৪০ শতাংশ কমিশন’ অভিযোগ চিত্রিত করা হয়েছে এবং একটি ‘দুর্নীতির হার কার্ড’ রয়েছে যা পূর্ববর্তী বিজেপি সরকারের অধীনে সন্দেহজনক লেনদেনের ইঙ্গিত দেয়।

# অফিসাররা কিস্তিতে ঘুষ নেন গুজরাতে: দুর্নীতি দমন ব্যুরো

**আপনজন ডেস্ক:** গুজরাটের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিক এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা ‘কিস্তিতে’ ঘুষ চাওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই এ জাতীয় কমপক্ষে ১০টি ঘটনা ঘটেছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের দুর্নীতি দমন ব্যুরো (এসিবি) দাবি করেছে, এই প্রথা নতুন না হলেও এখনও এই ব্যবস্থাকে জর্জরিত করে চলেছে। এসিবি-র ডিরেক্টর শমশের সিংয়ের মতে, কাজ শেষ হওয়ার আগে ভুক্তভোগীরা প্রথম কিস্তি দিতে রাজি হন। শমশের সিং বলেন, “কিস্তিতে” ঘুষ নেওয়ার এই প্রথাটি নতুন নয় এবং এটি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এতে নতুন কিছু নেই। সাধারণত, ভুক্তভোগী প্রথমে কাজটি শেষ হওয়ার আগে প্রথম কিস্তি দিতে সম্মত হন এবং তারপরে কাজ শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয় কিস্তি দেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে তারা মত পরিবর্তন করে দ্বিতীয় বা পরবর্তী কিস্তির পরিবর্তে এসিবির দ্বারস্থ হন। মার্চ মাসে গুজরাতের জিএসটি আধিকারিকদের প্রতিনিধিত্ব করা ব্যক্তিরা আহমেদাবাদের একটি মোবাইল দোকানের মালিকের কাছ থেকে ২১ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। দোকান মালিক প্রাথমিক কিস্তি হিসাবে ২ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হয়ে অবশেষে এসিবির কাছে সহায়তা চেয়েছিলেন। যার পরে একটি সফল ফাঁদে প্রথম অর্থ গ্রহণ করা অপরাধীদের একজনকে গ্রেফার করা হয়েছিল।
গত এপ্রিলে সুরাটের এক ডেপুটি সরপঞ্চ ও তালুক পঞ্চায়েত সদস্য এক কৃষকের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা দাবি করে হাতেনাতে ধরা পড়েন। এসিবি-র তরফে জানানো হয়েছে, গত ৪ এপ্রিল ৩৫ হাজার টাকার প্রথম কিস্তি নেওয়ার সময় ধরা পড়ে যান তাঁরা।
একইভাবে গান্ধীনগর রাজ্য সিআইডি ক্রাইমের এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে ৪০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তাছাড়া, নর্মদা জেলার রাজ্য খনি ও খনিজ বিভাগের এক রয়্যালটি ইন্সপেক্টর এক ট্রাক চালকের জন্য এক লক্ষ টাকা ঘুষকে দুই কিস্তিতে ভাগ করে নিতে রাজি হন, যার ফলে ২৬ এপ্রিল ৬০,০০০ টাকার প্রাথমিক অর্থ প্রদানের সময় মধ্যস্থতাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসিবি গুজরাতে এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নাগরিকদের ঘুষ বা উৎকোচ দেওয়ার যে কোনও ঘটনা রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছে।

# পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্সেও আল-আমীনের উজ্জ্বল সাফল্য

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** শুধু ডাক্তার গড়ার কারিগর হিসেবে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে আর চাইছে না আল আমীন মিশন। ডাক্তারের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার দিকেও মনোনিবেশ দিয়েছে। ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এর মতো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্সেও এবার কৃতিত্ব দেখাচ্ছে আল আমীন মিশনের পড়ুয়ারা। চার দশক ধরে গ্রামীণ সংখ্যালঘু সমাজের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার লালনপালনে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের সঙ্গে সঙ্গে পেশাভিত্তিক কোর্স ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আল-আমীন মিশন।সর্ব ভারতীয় নিট ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় তাদের উজ্জ্বল সাফল্যে অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হচ্ছে। সদ্য প্রকাশিত নিটের সাফল্যে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ার পর রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায়ও মিশনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা অটুট রইল। আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে হুগলী জেলার আরামবাগ থানার নজরুল পল্লীর মহ. সাহিদ। ১২৩.৫৮৩ নম্বর পাওয়া সাহিদের ব্যাঙ্ক ১৪০। সর্ব ভারতীয় জেইই মেইন পরীক্ষায়ও সাহিদের সাফল্য উল্লেখনীয় ছিল। ওই পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত পারসেন্টাইল নম্বর ৯৯.৮৯। মিশনের নয়াবাজ শাখার ছাত্র সাহিদ এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯০ নম্বর পেয়ে রাজ্যস্তরে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। সাহিদ আরামবাগের একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও দশম স্থান অধিকার করে। দু-দিন আগে প্রকাশিত নিট-এ ৭২০-এর মধ্যে ৭০০ নম্বর পেয়ে মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম দশ জনের মধ্যে সাহিদ নিজেকে রাখতে পেরেছে। প্রাণী চিকিৎসক আব্বা মহ. খাইরুল আনাম, মা সালেমা খাতুন ও বর্ধমান মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পাঠরত আল-আমীনের প্রাক্তন ছাত্রী দিদি সাহিনা পারভিনের উৎসাহ, আল-আমীন মিশনের শিক্ষকদের গাইড ও মিশনের হস্টেলে পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশ তার সাফল্যের মূল অনুঘটক বলে জানায় সাহিদ। রাজ্য জয়েন্ট এবং জেইই মেইন পরীক্ষায় অতুলনীয় সাফল্য পেলেও সাহিদের আব্বা-মায়ের ইচ্ছে তাদের ছেলে এইমস থেকে ডাক্তারি পড়ুক। মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে খলতপুর শাখার তৌফিক মামুদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ১১৮.৮৩৩৩ এবং ব্যাঙ্ক ১৭৭। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার তৌফিক মামুদ মিশনের উমরপুর শাখায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০২২ সালে ওই শাখা থেকে মাধ্যমিকে ৯৬.৪% নম্বর পেয়ে পাস করে খলতপুর শাখায় চলে আসে। তৌফিকের এক দাদা তারিক মাহমুদ ও এক দিদি এসমিতা খাতুন মিশন থেকেই পড়াশোনা করেছে। দাদা বর্তমানে এমবিবিএস-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দিদি সরকারি নার্সিং কলেজের ছাত্রী। এবছর খলতপুর শাখা থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্য স্তরে তৌফিকের স্থান দশম। উচ্চ মাধ্যমিকে মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় হলেও সর্ব ভারতীয় জেইই মেইন-২০২৪ ফাইন্যাল পরীক্ষায় আল-আমীনের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী তৌফিক মামুদ। তৌফিকের প্রাপ্ত পারসেন্টাইল নম্বর ৯৯.৬৪। তৌফিক নিট-২০২৪ এ ৬৬০ নম্বর পেয়ে ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্রও পেয়েছে। মিশনে তৃতীয় খলিশানী শাখার মুস্তাক মামুদ-এর ব্যাঙ্ক ৬৩২। মুস্তাক ২০২২-এ মাধ্যমিকে ৬৭০ এবং ২০২৪-এ উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮৩ নম্বর পেয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলারর গোপালপুরের সন্তান মুস্তাক। তার মতে বর্তমান সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জেইই মেইন পরীক্ষায় মুস্তাকের ব্যাঙ্ক ছিল ৩৬৯৯৪। মিশনের মধ্যে চতুর্থ খলতপুর শাখার শারজিল চৌধুরী (ব্যাঙ্ক ১৪১২) এবং পঞ্চম খলিশানী শাখার খন্দকার মহ. আজমাদুদ্দিন (ব্যাঙ্ক ১৪৬৬)। আজমাদুদ্দিন আল-আমীনের ইংরেজি মাধ্যম শাখা খড়গপুর থেকে ২০২৩ সালে সিবিএসই দ্বাদশ-এ ৯৩.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে খলিশানী শাখায় মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং নেওয়া শুরু করে। সেখান থেকেই তার এই সাফল্য। হুগলী জেলার সাদপুরের কৃষক পরিবারের সন্তান আজমাদুদ্দিনের পছন্দের বিষয় ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন। এছাড়াও ভাল ফল করেছে নয়াবাজ ক্যাম্পাসের মইনুল হাসান (ব্যাঙ্ক ২৫৪৪), খুসরু রানা (ব্যাঙ্ক ২৮২৯), সূর্যপুর ক্যাম্পাসের সাহিল আহমেদ (ব্যাঙ্ক ৩১৩০), খলতপুর ক্যাম্পাসের মহ. নূর হোসেন (ব্যাঙ্ক ৩৩৬৭), শামিম আশরফ (ব্যাঙ্ক ৩৭৮৮)। খলিশানী শাখার আতিফ রহমান সৈয়দ (ব্যাঙ্ক ২১৪৬), নদীয়ার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উমার আলি শেখ ও মাখিরুন বিবির সন্তান রাসেল শেখ (ব্যাঙ্ক ২৬২৪), আসফাকউল্লাহ মণ্ডল (ব্যাঙ্ক ২৭৫৭), বীরভূমের শিক্ষক হাফিজুদ্দিন আহমেদ ও স্নাতক হাসিবা খাতুনের পুত্র ওয়াসিম আহমেদ (ব্যাঙ্ক ২৮৯২), মালদা জেলার ওয়াহেদুল্লা টোলার শিক্ষক মজিবুর রহমান ও ইসমোতারা খাতুনের ছেলে রিজওয়ানুল হাসান (ব্যাঙ্ক ৩১৪৯), মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার শ্রমজীবী পরিবারের আজিজুল শেখ ও জাহেনুর বিবির সন্তান সোহেল শেখ (ব্যাঙ্ক ৩৮৯১) প্রমুখের রেজাল্ট উল্লেখযোগ্য। আল-আমীন মিশনের সূত্রে জানা গেল, এই পরীক্ষায় ২৫০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ১২ জন, ৫০০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ২৪ জন, ৭৫০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ৩৩ জন, ১০০০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ৪৩ জন, ১৫০০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ৫৮ জন, ২০০০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ৭৫ জন এবং ২৫০০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে ৮৮ জন সাফল্য অর্জন করেছে। আল-আমীনের পড়ুয়াদের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় জেইই মেইন-২০২৪ ফাইনালের পাশাপাশি ডব্লিউবি জেইই-২০২৪-এর এই সাফল্যে আমরা আশাবাদী। এ বছরের নিটের অনন্য সাফল্যের তুলনায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সাফল্য কম, কিন্তু এই সাফল্যে আমরা উজ্জীবিত হচ্ছি। কারণ কম সংখ্যক হলেও ছাত্র-ছাত্রীরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে উৎসাহ বোধ করছে। আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেনও এই সাফল্যে খুশি। তিনিও ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মহ. শাহিদ

তৌফিক মামুদ

মুস্তাক মামুদ

সারজিল চৌধুরি

মুহাম্মদ আজিমুদ্দিন

আতিফ রহমান

মইনুল হাসান

রাসেল সেখ

আসফাকউল্লাহ

খুসরু রানা

ওয়াসিম আহমেদ

সাহিল আহমেদ

> সর্বভারতীয় জেইই মেইন-২০২৪ ফাইনালের পাশাপাশি রাজ্য জয়েন্টের এই সাফল্যে আমরা আশাবাদী

এম নুরুল ইসলাম
*সম্পাদক, আল আমীন মিশন*


মাল্টি-স্পেশালিটি হসপিটালে

## ফ্রিতে চিকিৎসা

হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন মাল্টি-স্পেশালিটি আশ শিফা হসপিটালে অর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য এক তৃতীয়াংশ ছাড়, অর্ধেক ছাড়, এমনকি সম্পূর্ণ ফ্রিতেও চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ আছে

প্রতিদিন স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা আউটডোর পরিষেবা

- কার্ডিওলজি
- নিউরোলজি
- গাইনোকোলজি
- নিউরো সার্জারি
- জেনারেল সার্জারি
- নেফ্রলজি
- ডায়াবেটোলজি
- অর্থোপেডিক্স
- গাইনো সার্জারি
- জেনারেল মেডিসিন
- ইউরোলজি ইত্যাদি

২৪ ঘণ্টা এম.ডি. ডাক্তারের উপস্থিতিতে

রাজ্যের সর্বনিম্ন মূল্যে অত্যাধুনিক ICCU পরিষেবা

- ভেন্টিলেটর
- ডেপ্রিবিলেটর
- সেন্ট্রাল লাইন অক্সিজেন
- কার্ডিয়াক মনিটর
- অক্সিজেন কনসেনট্রেটর
- টেম্পোরারি পেসমেকার
- বাইপ্যাপ ভেন্টিলেটর
- ইনফিউশন পাম্প
- আর্টারিয়্যাল ব্লাড গ্যাস

আশ শিফা হসপিটাল
প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল
সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
9123721642 / 6289261903

## প্রথম নজর

# মন্তেশ্বরে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু ১, আহত বাইক আরোহী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম, ● বর্ধমান

**আপনজন:** মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কিশোরের পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার বসন্তপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম ২ কিশোরকে শুক্রবার দুপুরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা এক কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করে । অপর এক কিশোর গুরুতর জখম ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জানা গেছে মৃত ওই কিশোরের নাম জায়দুল সেখ বয়স ১৫বছর।তার বাড়ি মন্তেশ্বর থানার ভান্ডারপুর। গুরুতর জখম অপর কিশোরের নাম রমজান সেখ বয়স ১৬বছর।তার বাড়ি মেমারী থানার গয়েশপুর। এদিন সকাল ৯টায় মোটরসাইকেলে চড়ে কুসুম গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে বসন্তপুর এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা জায়দুল সেখকে মৃত বলে ঘোষণা করে।এই ঘটনায় পরিবারে ও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

# রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এলেন হবু ডাক্তাররা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

**আপনজন:** বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি থাকা দুই রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ পাঁচ ইউনিট O+ রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মেডিকেল কলেজের ব্রড সেন্টারে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় রক্ত না থাকার খবর জানতে পেরেই ছুটে এসে প্রয়োজনীয় রক্তদান করে এমবিবিএস কোর্সে পাঠরত চার পড়ুয়া - অরিত্র মুখার্জী, সহেলী সুলতানা, শিবম কুমার ও অন্বয় রায়। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ব্লাড সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ তপন কুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে তাদের রক্ত গ্রহণ করা হয়।এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবারই এমবিবিএস-এর ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে এসে প্রয়োজনীয় রক্ত দিয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

# ভিন রাজ্যে ফের পাড়ি দিচ্ছেন সুন্দরবনের পরিযায়ী শ্রমিকরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

**আপনজন:** সুন্দরবন এলাকার কয়েকহাজার পরিযায়ী শ্রমিক এবারে ভোট গ্রহনে অংশ নিলেন।রাজ্যে কোনো কলকারখানা গড়ে ওঠে নি,বিকল্প কর্মসংস্থান নেই, তাই সুন্দরবন এলাকার কয়েকহাজার মানুষ পেটের টানে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যায়। গত ১ লা জুন সুন্দরবন এলাকায় ভোট গ্রহণ ছিল। তাই তার আগে ভিন রাজ্য থেকে তাঁরা শুধুমাত্র দেশের নাগরিকের অধিকার প্রয়োগ করতে দেশের বাড়িতে ফিরে আসে।ভোট দিয়ে কয়েকদিন দেশের বাড়িতে পরিবারের সাথে সময় কাটিয়ে আবার ভিনরাজ্য রওনা দিল কুলতলি,জয়নগর, বাসন্তী,ক্যানিং এলাকা থেকে।
এব্যাপারে কুলতলির মেরীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ,মৈপীঠ, জালাবেড়িয়া,জয়নগরের বাইশহাটা, গড়দেওয়ানি, চুপড়িঝাড়ার কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক বলেন,আমাদের রাজ্যে কোনো কাজ নেই। কলকারখানা নেই। বিকল্প কোনো কাজ নেই। তাই আমরা আমাদের সংসার সামলাতে কেউ অন্ধ্রপ্রদেশ, কেউ মহারাষ্ট্র, কেউ তামিলনাড়ু, কেউ উওরপ্রদেশ, কেউ বা কেরালা সহ একাধিক রাজ্যে গিয়ে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করি।আমাদের রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান থাকলে আমরা আমাদের পরিবার ফেলে সারা বছর ভিন রাজ্যে গিয়ে কাটাতাম না। লোকসভার ভোট ছিলো, দেশ গড়ার ভোট ছিল তাই আমরা আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গেলাম। কে ক্ষমতায় এলো আর কে ক্ষমতায় এল না তা আমাদের জেনে লাভ নেই। তবে এই রাজ্যে বা এই জেলায় কত পরিমাণ পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাঁর সঠিক হিসাব কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া গেল না। তবে সেটার পরিমান কয়েক হাজার তো হবেই।

# গ্রামের মানুষের সেবা করতে চান হবু ডাক্তার মুস্তাফিজুর রহমান

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

**আপনজন:** উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চদশ স্থানাদিকারী মুস্তাফিজুর রহমানের সাফল্য এবার ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায়। নলহাটির ভগলদিঘী গ্রামের মুস্তাফিজুর রহমান নিট ২০২৪ সর্ব ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৭২০র' মধ্যে ৬৮০ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার অল ইন্ডিয়া রাঙ্ক ৮৬৭৩ এবং ৩৯২১ তার ক্যাটাগরি রাঙ্ক। এখন শুধু কাউন্সিলিংয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে মুস্তাফিজুর রহমান। বাবা মেরসাদ আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা রেবেকা সুলতানা গৃহ বধূ। ছোট থেকেই মুস্তাফিজুরের স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার। সেই স্বপ্নকে সম্বল করে মনের মধ্যে জেদ নিয়ে শুরু হয় তার কঠোর অধ্যাবসায়। যার ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪৮২ নাম্বার পেয়ে রাজ্যে পঞ্চদশ স্থানে নাম রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আল আমিন মিশন খলতপুর মেন ক্যাম্পাসে তার পড়াশোনা। সেখান থেকেই সর্ব ভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য শুরু হয় তার প্রস্তুতি। প্রথমবারেই নিট প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক হতে চলেছে মুস্তাফিজুর রহমান। তার বক্তব্য, যে পেশায় মানুষের জীবনকে বাঁচানো যায়। তাই মানুষের সেবা ছাড়া তাকে অন্য পেশা কোন ভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই মানুষের সেবা করে মানুষের পাশেই থাকতে চায় বলে সে জানিয়েছে। তার সাফল্যে শুক্রবার বিকেলে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন নলহাটি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুণ ভট্টাচার্য সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা। একই ভাবে এদিন তার চিকিৎসা জীবনের সাফল্য কামনা করে সংবর্ধনা করেন জামাতে ইসলামী হিন্দের বীরভূম সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বরা।

# নাইডু, নীতীশের মতো পল্টুরামদের উপর ভরসা করা বেইমানি: দিলীপ

জে এ সেখ ● বর্ধমান

**আপনজন:** বঙ্গ রাজনীতিতে বিজেপির দিলীপ ঘোষ শুভেন্দু পূর্ববর্তী জামানায় ছিলেন একচ্ছত্র এক নাম। ২০১৯ লোকসভায় তারই নেতৃত্বে বিজেপি ১৮টি আসন ছিনিয়ে নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। দিলীপ ঘোষ এখন দলে কার্যত কোণঠাসা। গত লোকসভায় মেদিনীপুরের জেতা আসন থেকে তাঁকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনে প্রার্থী করেছিল দল। গতবার এই কেন্দ্রে খুব কম ভোটে বিজেপিই জয়লাভ করেছিল যদিও। কিন্তু এই আসন কে বিজেপি কঠিন মানতে চায়নি। হয়ত কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা রাখতে! যদিও এবারে লক্ষাধিক ভোটে হারের পর দিলীপ বাবু

এটিকে "কঠিন আসন" বলেই স্বীকার করে নেন বুধবার কলকাতায়। হার নিয়ে তিনি বলেন, রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয়। আমি পুরো পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সফলতা আসেনি। কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল। এবারে আশাও করেছিলাম সবাই। আমার মনে হয় কোথাও কোনো ফাঁক থেকেছে। লড়াই সেভাবে হয়নি। সব কর্মীরা নামেনি। এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দরকার আছে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কেন তাহলে দিলীপ ঘোষকে জেতাতে দলের সবাই এককাট্টা হল না? অন্তর্ঘাত? নাকি আরএসএস অনুরাগী দিলীপ ঘোষ কে ছাঁটার রাস্তা তৈরি করা? চোখে মুখে হতাশার ছবি নিয়ে তিনি আরোও বলেন, আরো ভালো ফল হওয়া উচিত ছিল। সেটা হয়নি। সারা পশ্চিমবাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে নেগেটিভ হয়েছে। অযোধ্যার হার নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, যে অযোধ্যার লোক রামকেই ছাড়েনি। সীতাকেও বনবাসে পাঠিয়েছে। তো মোদিকে! নাইডু আর নিতীশবাবুর মতো পল্টুরাম যারা আছেন, তাদের উপর ভরসা করা তো বেইমানি। এতে ঠকতে হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির বাধ্যবাধকতা থাকেই।

# ভাঁওতাবাজি নয়, সাধারণ মানুষের পাশে থাকায় কংগ্রেসের জয়: ঈশা খান চৌধুরি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

**আপনজন:** এনআরসি বা কেন্দ্র ও রাজ্যের একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের রাজনীতিতে নয়। দক্ষিণ মালদহের মানুষ বরাবরই আস্থা রেখেছে জাতীয় কংগ্রেসে। কেন্দ্র বা রাজ্যের যেই শাসক শিবির ক্ষমতায় আসুক না কেন দক্ষিণ মালদহ লোকসভা কেন্দ্র বারবার কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে। কারণ এই অঞ্চলের মানুষ কংগ্রেসে ভরসা পেয়েছে। কোন কাব্য কথা নয়, মানুষের সঙ্গে ভাওতাবাজি নয়, বরাবরই সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছে কংগ্রেস। তাইতো এবারে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোলা এনআরসির বিরোধিতা করলেও দক্ষিণ মালদহের লোক ভরসা পেয়েছে কংগ্রেসে। নব ভোটার থেকে শুরু করে প্রবীণ সকলেই কংগ্রেসের ওপরেই আস্থা রেখে এবার ভোট দিয়েছেন। একদিকে যখন কেন্দ্র রাজ্য সরকার একে অপরের বিরুদ্ধে নানান অভাব অভিযোগ তুলে ভোট প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। তখনও কিন্তু দক্ষিণ মালদহের মানুষ ভরসা পেয়েছে জাতীয় কংগ্রেসে। তাইতো এই লোকসভা নির্বাচনে ১ লক্ষ ২৮হাজারের বেশি ব্যবধানে জয় মিলেছে জাতীয় কংগ্রেসের। এনআরসি , সিএ নিয়ে যখন কেন্দ্র, রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ভুল বার্তা দিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ মালদার সংখ্যালঘু মানুষ তারা তাদের ভরসা রাখতে পারছে না।
কংগ্রেসের দাবি সংখ্যালঘুরা এনআরসিসি এর বিষয় সব জানে তাদেরকে ভোট আসলেই এনআরসি সিএ বিষয় ভুল বুঝানো হয় ভয় দেখানো হয়। সেই ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বোকা আর বানানো সম্ভব নয়। এবারের নির্বাচনে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে।
তাইতো মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের শেষ হাসি হাসলেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী। অর্থাৎ গনি মিত বজায় থাকলো দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্রে। এই লোকসভা কেন্দ্রেই দীর্ঘদিন ধরে

সাংসদ ছিলেন ইশা খান চৌধুরীর বাবা প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী ডালু বাবু। বয়সজনিত কারণে তিনি এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সেই জায়গায় মালদা দক্ষিণের দায়িত্ব ভার পড়ে ইশা খান চৌধুরী উপর।
২০১৯এর নির্বাচনে এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে ডালু বাবু মাত্র প্রায় ৮০০০ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। সে সময় বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। এইবারে সবার নজর ছিল এই কেন্দ্রে কি হয়। প্রশ্ন ছিল এই আসন কি কংগ্রেস ধরে রাখতে পারবে। গণির জেলায় কি গণির ম্যাজিক বজায় থাকবে নাকি উলটপালট হবে। সে ক্ষেত্রে এবারে কোন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়নি। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে ঈসা খান চৌধুরী। মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই লোকসভা কেন্দ্র। যেখানে প্রায় ৬০% উপরে সংখ্যালঘু মানুষের ভোট রয়েছে। সুজাপুর ,মোথাবাড়ি, ফারাক্কা ,শামশেরগঞ্জ ,বিধানসভা গুলিতে সংখ্যালঘুদের একচেটিয়া ভোট পেয়েছেন ইশা খান চৌধুরী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি তৃতীয় স্থানে রয়েছে তৃণমূল। সেই জায়গায় থেকে ইশা খান চৌধুরী বিপুল পরিমাণে ভোটের লিড পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে জয়ের ব্যবধানটি অনেকটা এগিয়ে গেছে। যদিও ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৯৯ হাজার ভোটে পিছিয়ে ইশা খান চৌধুরী। দক্ষিণ মালদা
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনাজ আলী রায়হান তিনিও একজন সংখ্যালঘু প্রার্থী হলেও তৃণমূলের ভোট অনেকটাই কমে গিয়েছে এইবার। সংখ্যালঘুরা তাদের বেশিরভাগ ভোটই ঈশা খান চৌধুরীকে সমর্থন করেছে। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র বরাবরই কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। এবারও তা প্রমাণ হলো। এই লোকসভা কেন্দ্র থেকেই প্রয়াত তথা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা এবিএ গনি খান চৌধুরী আট বার সাংসদ ছিলেন। পরবর্তীতে তার ভাই আবু হাসান খান চৌধুরী সাংসদ হন । এবারও দক্ষিণ মালদার মানুষ গনি খানের পরিবারের সদস্য অর্থাৎ কোতোয়ালী পরিবারকেই এই আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করলেন
গণির ম্যাজিক আজও রয়েছে সেটা এবারও প্রমাণ হল।
দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইসা খান চৌধুরী জানান ২০২১ সালে সংখ্যালঘুদের কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার এনআরসি সিএ, নিয়ে সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়েছিল। এবারে নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে যে ভোটের আসলেই এনআরসি ও সিএ বিষয়ে ভয় দেখানো হয়। তাই এবার সংখ্যালঘুরা একজোট হয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। কংগ্রেসের উপর তাদের ভরসা রয়েছে। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে বরাবরই কংগ্রেস জয়ী হয়ে আসছে। দক্ষিণ মালদার মানুষ আমাদের পরিবারকে বিশেষ করে আমার জেঠু কংগ্রেস নেতা এ বি এ গনি খান চৌধুরীকে ভালোবাসেন এখনো গণিত ম্যাজিক চলে এই কেন্দ্রে। রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রে লক্ষী ভান্ডারের প্রভাব পড়লেও এখানকার মা বোনেরা কংগ্রেস কি সমর্থন করেছে, এই কেন্দ্রে লক্ষী ভান্ডার কোন ফ্যাক্টর পড়েনি। মালদা জেলাতৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি সারা পশ্চিমবাংলায় আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ভালো রেজাল্ট হয়েছে। মালদা জেলায় দুটি কেন্দ্রেই রেজাল্টের ব্যতিক্রম হয়েছে। নিজেরাই কংগ্রেসের একটা শক্ত ঘাঁটি রয়েছে কংগ্রেস নেতা এ বিয়ে গণি খান চৌধুরীর প্রতি মানুষের এখনো সেই ভালোবাসা রয়েছে। দুটি কেন্দ্রেই পরাজয়ের ক্ষেত্রে আমাদের জেলা নেতৃত্বের কার্যত ব্যর্থতা রয়েছে। মানুষের কাছে সঠিকভাবে আমরা পৌঁছাতে পারেনি। আমরা মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারেনি।
সংখ্যালঘুরা এন আর সি সিএ হবে বলে আমাদের পাশে নেই। এটা ঠিক নয় কংগ্রেস এটা নিয়ে রাজনীতি করছে সংখ্যালঘুদের পাশে সব সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দুটি কেন্দ্রে পরাজয়ের বিষয়ে আমরা জেলা নেতৃত্ব বসে এর পর্যালোচনা করব দল সিদ্ধান্ত নেবে আগামী দিনে কিভাবে চলবে।
দক্ষিণ মালদা বিজেপির সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ জানান দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার মধ্যে চারটি বিধানসভায় তুলনামূলকভাবে আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। তবে এবারের ভোটে তৃণমূল আর কংগ্রেসের মধ্যে গোপন আঁতাত করে কংগ্রেসকে জিতিয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভুল বুঝিয়েছে। আজকে এনআরসি সিএ মার্চ মাসে লাগল হয়েছে সে ক্ষেত্রে আজকে কেউ কি ডিটেকশন ক্যাম্প গেছে। সিএ এনআরসি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। জনগণের রায় আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। আমাদের দক্ষিণ মালদার যা ভোট তাতে আমরা হতাশ নয় আমাদের প্রত্যাশার মতোই ভোট হয়েছে। সাংগঠনিক যে দুর্বলতা রয়েছে সেটি নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করব।

# লোকসভায় হারের প্রভাব: বিজেপি ও সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যরা যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

**আপনজন:** লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই এলাকায় এলাকায় বিরোধি শিবির থেকে শাসকদলে যোগদানের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নয়। শুক্রবার মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার বিরোধি সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। সিপিএম ও বিজেপি থেকে ওই চার সদস্যের তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিজেপি-সিপিএম-নির্দল পরিচালিত পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনতে চলেছে শাসকদল। আর তা নিয়েই এখন সরগরম ওই এলাকা। গত পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকেই মথুরাপুর এর কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। পঞ্চায়েত ভোটে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৫ টি আসনের বিজেপি দখল করেছিল ৬ টি আসন, তৃণমূল পায় ৪ টি, সিপিএম তিনটিতে ও নির্দল প্রার্থীরা দু'টি আসনে জয়লাভ করে। এরপরই বোর্ডগঠন নিয়ে চলে শাসক ও বিরোধি শিবিরের চাপানউতোর। বিরোধিদের অভিযোগ ছিল তৃণমূল

ভয় দেখিয়ে জয়ী বিরোধি প্রার্থীদের বোর্ড গঠনে তৃণমূলকে সমর্থন জানানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। এমনকি জয়ী বিরোধি প্রার্থীদের আত্মগোপনও করে থাকতে হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল। অনেকেরই আবার অভিযোগ ছিল ওই চার বিরোধি সদস্যকে তৃণমূল অপহরণ করে আটক করে রাখে। তা নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে পড়ে গিয়েছিল যথেষ্ট শোরগোল। এবার লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার প্রায় ১১০০ ভোটে লিড পেয়েছেন। লোকসভা ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীর হাত থেকে শুক্রবার ঘাসফুলের পতাকা নিজেদের হাতে তুলে নিলেন ওই পঞ্চায়েতের চার বিরোধী সদস্য। এই চারজনের মধ্যে তিনজনকেই পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের সময় আটক করে রাখার অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। যে চার বিরোধি সদস্য এদিন তৃণমূলে যোগ দিলেন তাঁরা বিজেপি ও সিপিএম থেকে আসা পারমিতা প্রামাণিক, পূজা ছাঁটুই এবং জোবেদা শেখ ও নারায়ণ হালদার। তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিরোধি পঞ্চায়েত সদস্যরা এদিন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতে এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে শাসকদলে তাঁদের এই যোগদানের সিদ্ধান্ত। এব্যাপারে তাঁদের উপর কোনও চাপ ছিল না। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুন মুখ হিসেবে এবারই প্রথম সংসদে যাওয়া তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার বলেন, পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে মিথ্যে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল এদিন ওই চার বিরোধি সদস্যের শাসকদলে যোগদানে তা আরও একবার স্পষ্ট হল। পঞ্চায়েত ভোটের পরপরই বিজেপি ও সিপিএমের টিকিটে জেতা দুই প্রার্থী তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এবার আরও চার বিরোধি সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এখন কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে শক্তিশালী হল তৃণমূল কংগ্রেস। দলে যোগ দেওয়া চার বিরোধি সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে মথুরাপুরের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী জানান, শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানের জোট পরিচালিত ওই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চলেছে। এদিকে এই ঘটনায় ওই এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে সরগরম।

# জেতার পর শুভেচ্ছায় ভাসছেন হাজী নুরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

**আপনজন:** ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫১৮ ভোটের ব্যাপক মার্জিনে পরাজিত করেছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির রেখা পাত্রকে। উল্লেখ্য ২০০৯ সালে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে প্রথমবারের জন্য সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন হাজী শেখ নুরুল ইসলাম। পরবর্তীকালে ২০২১ সালের হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক হিসেবেও নির্বাচিত হন।

হাজী সাহেবের ব্যাপক সাফল্যে বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষের নেতৃত্বে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির দক্ষ কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফারহাদ সহ স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে হাজী নুরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাতে হাজির ছিলেন মেহেদি হাসান, নজিবুর রহমান, মনিরুল ইসলাম মনি,আব্দুল হাই,আসের আলী মল্লিক,ইফতিকার উদ্দিন,আমিনুল ইসলাম,আব্দুল মান্নান আলী,ইসরাইল আলী,রঞ্জিত মন্ডল,জিয়াউল ইসলাম, সাবিনা খাতুন,ঝন্টু ইসলাম,শাহাবুদ্দিন আলী, শহিদুল ইসলাম,রমা মন্ডল, হাফিজুর রহমান, রবিউল ইসলাম,আসাদ আলী,দীপু মন্ডল,খোকন শা, আব্দুর রাজ্জাক মল্লিক প্রমুখ।
'কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমি'র পক্ষ থেকে বসিরহাটের নবনির্বাচিত সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হাজী আকবর আলি সরদার, ডিরেক্টর বিশিষ্ট শিক্ষক আবুসিদ্দিক খান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাফেজ আবু বকর সরদার সহ অন্যান্যরা ।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# প্রতারণার দায়ে পুলিশের হাতে ধৃত মহিলা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** প্রতারণার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বংশীহারী থানার পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, প্রতারণার অভিযোগে ধৃত ওই মহিলার নাম শ্রাবণী সাহা। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত সুভাষপল্লী এলাকায়। অভিযোগ, নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে মাসিক চুক্তিতে বিভিন্ন লোকেদের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া নিতেন ওই মহিলা। পরবর্তীতে কয়েকজন গাড়ির মালিককে মাসিক চুক্তিতে গাড়ি ভাড়ার টাকা দিলেও অনেক গাড়ির মালিককেই তিনি টাকা দেননি বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে গাড়ির মালিকদের টাকা দেবার নাম করে ঘোরাতেন তিনি।
আরো অভিযোগ, ওই মহিলা অনেক ক্ষেত্রেই ভাড়ার নাম করে নেওয়া গাড়িগুলো অন্য লোকেদের কাছে অল্প দামে বিক্রি করে দিতেন। বিষয়টি জানতে পেরে গাড়িগুলোর প্রকৃত মালিকেরা ওই মহিলার সাথে যোগাযোগ করলেও তার কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে বংশীহারী থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতেই তদন্ত নেমে বংশীহারী থানার পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে।
এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'লিখিত অভিযোগ পেয়ে ঐ মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মূলত বিভিন্ন লোকেদের কাছে গাড়ি ভাড়া নেবার নাম করে গাড়ি নিয়ে অন্য লোকেদের কাছে বিক্রি করে দিতেন। নির্দিষ্ট ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজ করা হয়েছে। গাড়িগুলি উদ্ধারে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মালদায় মহৎ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

**আপনজন:** বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করল মালদা। শুধুমাত্র শহারে নয়, দূরে বিভিন্ন জায়গায় বকুল, নিম, থেকে কৃষ্ণচূড়া বিভিন্ন রকমের গাছ লাগানো হয়। সবুজায়নের লক্ষ্যে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে এই বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করেছেন মালদা ডিস্ট্রিক্ট হোটেল রেস্টুরেন্ট ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এই মহতী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন আধিকারিক থেকে সংস্থার কর্মকর্তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের স্বামী ত্যাগরূপানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্যরা। সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানান আমরা থানায়, জাতীয় সড়কের পাশে, অমৃতির একটি স্কুলে সহ বিভিন্ন জায়গায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমরা বৃক্ষরোপন ৫০টি বৃক্ষরোপণ করেছি। অতীতে বিভিন্ন রকম কর্মসূচিতে অংশ নিলেও বৃক্ষরোপনের মতো মহতী কার্যক্রম এই প্রথম বলে জানান তিনি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মালদা ডিস্ট্রিক্ট হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন অনেকেই এবং আমাদের প্রয়াস সবুজায়ন ও সুন্দর পৃথিবী।

## প্রথম নজর

### কাবাঘর তাওয়াফ করতে বয়স্কদের জন্য গলফ কার্ট চালু

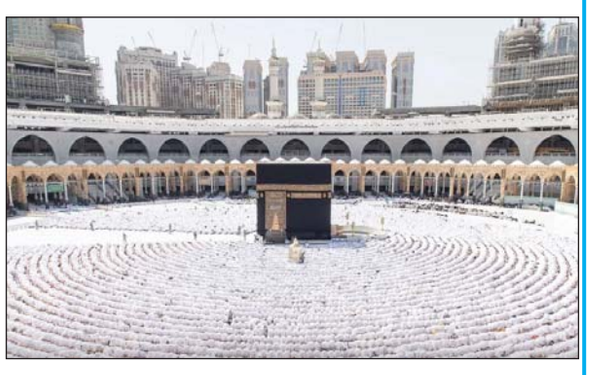

**আপনজন ডেস্ক:** আসন্ন হজ উপলক্ষে পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করতে নতুন করে আরো ২৫১টি গলফ কার্ট চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ওমরাহ পালনকারীরা তাওয়াফ করতে পারবেন। মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামের ছাদে নির্ধারিত সময়ে এসব যান চলাচল করবে।

মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মসজিদুল হারাম ও এর বাইরের ২০টি স্থানে এক হাজার ম্যানুয়াল গাড়ি মোতায়েন করা হয়।

এর মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ৩৫ হাজার মুসল্লিকে সেবা দেওয়া হবে। এর আগে গত রমজান মাসে প্রথমবারের মতো ৫০টি গলফ কার্ট চালু করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, একসঙ্গে ১০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এই যানে চড়তে জনপ্রতি ৫০ সৌদি রিয়াল ও নির্ধারিত ট্যাক্স আদায় করতে হবে। প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে তা চলবে।

এদিকে মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদ কর্তৃপক্ষ পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারতের নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। পবিত্র এই স্থানে মাত্র ১০ মিনিট অবস্থান করা যাবে। তা ছাড়া অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে সবাই বছরে শুধু একবার এ সুযোগ পাবেন।

পবিত্র হজ করতে গত ২ জুন পর্যন্ত সৌদি আরবে বিভিন্ন দেশের ১০ লাখের বেশি হজযাত্রী পৌঁছেছেন।

আকাশ, স্থল ও সমুদ্রপথে ৯ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৬ জন দেশটিতে পৌঁছেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন থেকে পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে। এ বছর সারা বিশ্বের ২০ লাখের বেশি মুসলিম হজ পালন করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব।

### হজ ও ঈদের চাঁদের ছবি প্রকাশ করল আরব আমিরাত

**আপনজন ডেস্ক:** ১৪৪৫ হিজরির পবিত্র জিলহজ মাস তথা হজ ও ঈদের অর্ধ চন্দ্রের ছবি প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র (আইএসি)। শুক্রবার (৭ জুন) গ্রিনিচ সময় অনুযায়ী সকাল ৬টায় আমিরাতের আবুধাবির জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণাগার থেকে চাঁদটির ছবিটি তোলা হয়েছে। চাঁদটি সূর্য থেকে প্রায় ১১ ডিগ্রি দূরে ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, পৃষ্ঠতলে চাঁদটির স্থায়ীত্ব ছিল ১৫ দশমিক ৭ ঘণ্টা। খবর গালফ নিউজের। এদিকে, গতকাল বৃহস্পতিবার (৬ জুন) সন্ধ্যায় সৌদি আরবে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে জানায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

গতকাল সৌদির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশে চাঁদ ওঠার মাধ্যমে আজ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে জিলহজ মাস। ফলে ওইসব দেশে ১৬ জুন পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার মাধ্যমে ঈদুল আজহার পাশাপাশি হজের দিনও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

গতকাল সৌদি আরবে যেহেতু চাঁদ দেখা গেছে তাই এবার হজ হবে ১৫ জুন শনিবার। এদিন হাজিদের লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাই ধ্বনিতে মুখরিত হবে আরাফাতের ময়দান। হজ শেষে পরের দিন ১৬ জুন রোববার সৌদিতে উদযাপিত হবে ঈদুল আজহা। এদিকে এ বছর রেকড সংখ্যক মানুষ হজ করবেন বলে আশা করছে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। তবে এবার কেউ যেন অনুমতি ছাড়া হজ করতে না পারেন সেজন্য কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি। সৌদি ঘোষণা দিয়েছে, যদি কোনো প্রবাসী অনুমতি ছাড়া হজ করেন তাহলে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া ছাড়াও নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর মতো কঠোরতা দেখানো হবে।

উল্লেখ্য, ঈদুল আজহা উপলক্ষে এবার সৌদির সাধারণ মানুষ চারদিন সরকারি ছুটি পেয়েছেন।

# অনুমতি ছাড়া হজ করলে প্রবাসীদের ফেরত পাঠানোর হুঁশিয়ারি সৌদির

**আপনজন ডেস্ক:** সৌদী আরবে ১৪৪৫ হিজরি সনের পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। দেশটিতে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে আগামী ১৬ জুন। আর হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে আগামী ১৪ জুন থেকে।

এসময় সউদী আরবের অভ্যন্তরীণ এবং সারা বিশ্ব থেকে দেশটিতে জড়ো হওয়া লাখ লাখ মুসল্লি হজের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করবেন। এমন অবস্থায় অনুমতি ছাড়া পবিত্র হজ পালনের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে সউদী আরব।

দেশটি বলছে, অনুমতি ছাড়া কেউ হজ পালনের চেষ্টা করলে বড় অংকের আর্থিক জরিমানা করা হবে। এছাড়া প্রবাসীদের মধ্যে কেউ এমন চেষ্টা করলে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি পুনরায় দেশটিতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে সউদী আরব।

বৃহস্পতিবার (৬ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে সউদী আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সউদী আরবে প্রবাসী বাসিন্দাদের যাদের অনুমতি ছাড়াই হজ পালন করতে দেখা যাবে তাদেরকে নিজ দেশে নির্বাসিত করা হবে এবং পুনরায় সউদীতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে।

এছাড়া অনুমতি ছাড়া হজ পালনের আচার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কেউ হজ প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে সউদী নাগরিক, বাসিন্দা বা দর্শনার্থী যেই হোক না কেন, যে কারও ওপর ১০ হাজার সউদী রিয়াল জরিমানা আরোপ করা হবে বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির পাবলিক সিকিউরিটি।

এছাড়া অনুমতি ছাড়া হজ পালনকারীদের আনা-নেওয়া তথা পরিবহনের কাজে জড়িত কেউ ধরা পড়লে তাকে ছয় মাস পর্যন্ত জেল এবং ৫০ হাজার রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। এই নিয়ম লঙ্ঘনকারী যদি প্রবাসী হয়, তবে নির্দিষ্ট সাজা ভোগ করার পরে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে এবং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশটিতে পুনরায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ হলো হজ। প্রতি বছর জিলহজ মাসে বিশ্বের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি হজ পালন করে থাকেন। যেসব মুসল্লির আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে তাদের জীবনে অন্তত একবার হলেও হজ পালন করার বিধান রয়েছে।

মূলত মুসল্লিরা যেন নির্বিঘ্নে, আরামদায়ক ও শান্তিপূর্ণভাবে হজ পালন করতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে সউদী আরব। এবার দেশটি হজ করার জন্য অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি আবশ্যিক করে দিয়েছে।

# ‘বন্দীদের প্রস্রাব পানে বাধ্য করছে মায়ানমারের সেনারা’

**আপনজন ডেস্ক:** গত সপ্তাহে রাখাইন রাজ্যের একটি গ্রামে মায়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযানে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিরোধী বাহিনী। দেশটির সেনাসদস্যদের অভিযানে আড়াই দিন ধরে গ্রামটি আতঙ্কের মধ্যে ছিল। এসময় সেখানে চোখ বেঁধে পেটানো, গরম পেট্রোল গায়ে ঢেলে দেওয়াসহ অনেককে প্রসাব খেতে বাধ্য করা হয়েছে বলে বিবিসিকে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

সেনারা আরাকান আর্মির সমর্থকদের খুঁজছিল, যেটি মায়ানমারের সবচেয়ে কার্যকর জাতিগত বাহিনীর একটিতে পরিণত হয়েছে। ১৫ থেকে ৭০ বছর বয়সী ৫১ জনকে ‘সহিংস নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছে’ বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্ষমতাচ্যুত বেসামরিক সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি)। আরাকান আর্মির ধারণা মৃতের সংখ্যা ৭০ জনের বেশি হবে।

মায়ানমারের তিন বছরের গৃহযুদ্ধে সংঘটিত সবচেয়ে জঘন্যতম নৃশংসতার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ক্ষমতাসীন সামরিক কাউন্সিল বা জান্তা সরকার। একজন নারী বিবিসিকে

বলেন, “তারা পুরুষদের জিজ্ঞাসা করছিল যে এই গ্রামে আরাকান আর্মি আছে কিনা।”

“আরাকান আর্মি ছিল বা ছিল না বা তারা জানে না- যে উত্তরই দেওয়া হোক না কেন, সৈন্যরা তাদের আঘাত করেছিল।”

মাত্র ছয় মাসের মধ্যে, আরাকান আর্মি রাখাইন রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকা দখল করে সামরিক বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। তারা গত বছর সেনাবাহিনীর সঙ্গে করা যুদ্ধবিরতি শেষ করে এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা দখলকারী জান্তা সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সম্মিলিত অভিযানে দেশের অন্যান্য অংশের জাতিগত বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। “আমি নিজের চোখে দেখেছি সামরিক গাড়িতে তুলে আমার স্বামীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার ছেলেকে আমাদের দুজনের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে। আমি জানি না সে কোথায় আছে। এখন আমি এও জানি না যে আমার স্বামী-সন্তান বেঁচে আছে না মরে গেছে,” বিবিসিকে বলেন এক নারী।

নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে না। তারা বিবিসিকে বলেছে, মাত্র এক হাজার পরিবারের গ্রামটির প্রত্যেককে দুইদিন ধরে সূর্যের নিচে খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। এসময় তাদের খুব সামান্যই কিছু খাওয়া বা পানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ডজনখানেক পুরুষের হাত-চোখ বেঁধে রাখে তারা। অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অনেকেই এখনো ফেরেননি। “সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে থেকে তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা পানি চাইতো। কিন্তু সৈন্যরা পানির বোতলে প্রস্রাব করে পুরুষদের হাতে দিতো,” বিবিসিকে বলেন ওই নারী।

‘প্রচুর গুলির শব্দ’ শুনেছেন বলেও জানান তিনি। কিন্তু ‘মাথা নিচু করে রাখার কারণে’ কাকে গুলি করা হয়েছে তা দেখতে পাননি। “আমি তাকানোর সাহস পাইনি। তারা আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে ডাকে। তারপর আমি গুলির শব্দ পাই। তিনি আর ফিরে আসেননি।”

# যুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত হতে বললেন জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী

**আপনজন ডেস্ক:** জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস। ইউরোপে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে তিনি এই কথা বলেছেন।

বুধবার (৫ জুন) এক অনুষ্ঠানে বরিস পিস্টোরিয়াস বলেন, জার্মান নাগরিকদের যেকোনো ধরনের বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরিতে ফিরে আসার প্রয়োজন হতে পারে।

জার্মানির সশস্ত্র বাহিনী বুন্দেসভেরকে এই দশকের শেষ নাগাদ অভিযানের প্রস্তুতির জন্যও শক্তিশালী করা দরকার।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ করার পর ইউরোপের সার্বিক নিরাপত্তাঝুঁকির কথা মাথায় রেখে জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জার্মানির পার্লামেন্ট বুন্ডেসটাগে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস বলেন, আমাদের অবশ্যই ২০২৯ সালের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এড়াতে আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বরিস পিস্টোরিয়াস এসব কারণেই অর্থ বরাদ্দ, সামরিক উপকরণ ক্রয় ও নতুন সেনা নিয়োগ দেওয়ার বিষয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, জরুরি অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন তরুণ শক্তিশালী নারী ও পুরুষদের, যারা এই দেশকে রক্ষা করতে পারবে। সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করার জন্য নিজের মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনাও দিয়েছেন বরিস পিস্টোরিয়াস। ২০১১ সালে নাগরিকদের বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবা স্থগিত করে জার্মানি। গত মার্চ মাসে প্রকাশিত গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ফোরসার একটি জরিপ অনুসারে, প্রায় অর্ধেক জার্মান নাগরিক এটি পুনরায় চালু করার পক্ষে। এদিকে বুধবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস জানিয়েছেন, তার সরকার প্রতিরক্ষা শিল্পকে সমর্থন করবে। রাজধানী বার্লিনে আন্তর্জাতিক মহাকাশ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের উদ্দেশে শলৎস বলেন, আজ আমরা আগের চেয়ে আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপীয় ও জার্মান প্রতিরক্ষা শিল্প থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যেটি সব ধরনের অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ উৎপাদন করতে পারবে। শলৎস বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার হামলা জার্মানিকে তার নিরাপত্তা নীতি নিয়ে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। অনুষ্ঠানে শলৎস জার্মানির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে এয়ারবাসের কাছ থেকে আরও ২০টি ইউরোফাইটার জেট কেনার কথা জানান।

# রাখাইনে জান্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত ৫০

**আপনজন ডেস্ক:** মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের একটি গ্রামে সেনাবাহিনীর অভিযানে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে। গত সপ্তাহে এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও জান্তাবিরোধী গোষ্ঠীরা।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসিকে বলেন, ওই গ্রামে আড়াই দিন নৃশংসতা চালায় সেনাবাহিনী। গ্রামের বাসিন্দাদের চোখ বেঁধে নির্যাতন করা হয়। কারও গায়ে জ্বলন্ত পেট্রল ঢেলে দেওয়া হয়, আবার কাউকে জোর করে মূত্র পান করানো হয়।

সেনা সদস্যরা আরাকান আর্মির (এএ) সমর্থকদের সন্ধানে গ্রামটিতে অভিযান চালায়। কারণ, সশস্ত্র গোষ্ঠীটি জান্তাবিরোধী লড়াইয়ে অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মায়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি) জানিয়েছে, ১৫ থেকে ৭০ বছর বয়সী ৫১ জনকে নৃশংস নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়।

আরাকান আর্মি বলছে, নিহতের সংখ্যা ৭০ জনের বেশি। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা সরকার। ওই গ্রামের এক নারী বলেন, আরাকান আর্মির লোকজন গ্রামে এসেছিল কি না, গ্রামের পুরুষদের তা জিজ্ঞেস করেছিল সেনাবাহিনী। তারা যে উত্তরই দিক না কেন, তাদের মারধর করা হচ্ছিল।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মার্কিন শিক্ষার্থীদের প্রতি ইরানের সর্বোচ্চ নেতার খোলা চিঠি

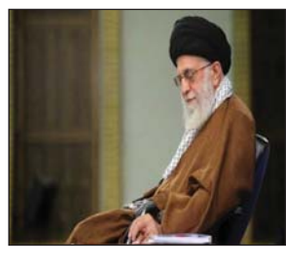

**আপনজন ডেস্ক:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র সমাজ তথা তরুণদের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। তাতে তিনি ফিলিস্তিনপন্থী মার্কিন শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে বলেছেন, তারা ‘ইতিহাসের সঠিক দিকে অবস্থান নিয়েছে।’ চিঠিটি গত সপ্তাহে (৩০ মে) ইমাম খামেনির সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে শুরু করা ওই চিঠিতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেন, আমি এই চিঠিটি সেই তরুণদের উদ্দেশে লিখছি যাদের জাগ্রত বিবেক তাদেরকে গাজার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের রক্ষায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মার্কিন শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে সংহতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় তরুণ শিক্ষার্থীরা! এটি তোমাদের প্রতি আমার সহানুভূতি ও সংহতির বার্তা। বর্তমানে যে ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাতে তোমরা সঠিক পক্ষে অবস্থান নিয়েছ। ইমাম খামেনি বলেন, তোমরা প্রতিরোধ ফ্রন্টের একটা অংশ গড়ে তুলেছ এবং দখলদার ও নির্দয় ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রকাশ্য সমর্থক মার্কিন সরকারের নিষ্ঠুর চাপের মধ্যে থেকেও একটা সম্মানজনক সংগ্রাম শুরু করেছ।তোমরা যে উপলব্ধি ও অনুভূতি নিয়ে সংগ্রাম করছ ঠিক সেই উপলব্ধি ও অনুভূতি নিয়েই তোমাদের থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে বিশাল এক প্রতিরোধ ফ্রন্ট বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করছে।’ ‘এই সংগ্রামের লক্ষ্য হলো প্রকাশ্য জুলুম বন্ধ করা যা ‘জায়নবাদী’ (ইহুদিবাদী) নামক সন্ত্রাসী ও নির্দয় নেটওয়ার্ক ফিলিস্তিনি জাতির ওপর বহু বছর ধরে চালিয়ে আসছে এবং তাদের দেশ দখল করার পর তাদের ওপরই চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। বর্ণবাদী ইসরাইল আজ যে গণহত্যা চালাচ্ছে তা গত কয়েক দশক ধরে চলমান চরম জুলুম ও নিষ্ঠুরতারই ধারাবাহিকতা।’তিনি আরও বলেন, মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিয়ে গঠিত একটি জাতির স্বাধীন ভূখণ্ড হলো ফিলিস্তিন এবং এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের পর জায়নবাদী নেটওয়ার্কের পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ধীরে ধীরে কয়েক হাজার সন্ত্রাসীকে এই ভূখণ্ডে নিয়ে আসে; তারা শহর ও গ্রামে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা অথবা তাদেরকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে চলে যেতে বাধ্য করে।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৫ মি.

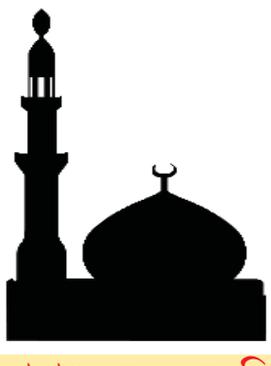

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৩.১৮ | ৪.৫১ |
| যোহর | ১১.৪০ | |
| আসর | ৪.১৪ | |
| মাগরিব | ৬.২৫ | |
| এশা | ৭.৪৬ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫২ | |

## ডি-ডেতে শ্রদ্ধা রাজা চার্লসের

**আপনজন ডেস্ক:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের আগ্রাসন থেকে ইউরোপকে মুক্ত করতে উত্তর ফ্রান্সে মিত্র বাহিনীর প্রথম ঐতিহাসিক অভিযান ডি-ডে হিসেবে পরিচিত। দিবসটির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার ফ্রান্স সফর করেছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস। এ সময় দিবসটির স্মরণে ঐক্যের ডাক দেন তিনি। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওই অভিযানে নিহত মিত্র বাহিনীর সেনা এবং ফরাসি বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি।

## মার্কিন অস্ত্র দিয়ে জাতিসংঘের স্কুলে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার মধ্যাঞ্চলে নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। এতে অন্তত ৪৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

বুধবার (৫ জুন) স্থানীয় সময় রাতে নৃশংস এ হামলা চালানো হয়।

ইসরায়েল এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। হামলার সময় স্কুলটিতে বাস্তুচ্যুত অনেক ফিলিস্তিনি অবস্থান করছিলেন। আহত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী আল-আকসা মার্টার্স হাসপাতালে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে গাজা কর্তৃপক্ষ। হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলও।

তাদের দাবি, ওই স্কুলে হামাসের তৎপরতা ছিল।

এ দাবি স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে পারেনি সিএনএন।

তবে ঘটনাস্থল থেকে ধারণ করা ভিডিও বিশ্লেষণ করে এবং একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এ হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অন্তত দুটি জিবিইউ-৩৯ এসডিবি বোমার ধ্বংসাবশেষ শনাক্ত করা গেছে।

## গাজায় ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বেকারত্ব: আইএলও

**আপনজন ডেস্ক:** দখলদার ইসরায়েল ও স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বেকারত্ব প্রায় ৮০ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। যার অর্থ, গাজায় বসবাসকারী প্রতি ১০ জন ফিলিস্তিনির মধ্যে প্রায় আটজনই বেকার জীবনযাপন করছেন। এ ছাড়া অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল গড় বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশের বেশি। শুক্রবার প্রকাশিত জাতিসংঘের শ্রম বিষয়ক সংস্থা আইএলও –এর এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

আইএলও-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজা উপত্যকায় এখন বেকারত্বের হার ৭৯ দশমিক ১ শতাংশ। পশ্চিম তীরে বেকারত্বের হার প্রায় ৩২ শতাংশ। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল গড় বেকারত্বের হার ৫০ দশমিক ৮ শতাংশের বেশি।

আইএলও –এর আরব অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক রুবা জারাদাত বলেন, পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। একবার ভাবুন, এত বেশি মানুষ বেকার হওয়ায় তারা নিজের ও পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে না। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মানুষের কাছে অর্থ থাকলেও সেখানকার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে এমন কোনো হাসপাতাল নেই। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা ছাড়াও প্রায় ২৫০ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে বন্দী করে।

## জাতিসংঘ ও মার্কিন সংস্থার ৫০ কর্মীকে অপহরণ করেছে হুথি: রিপোর্ট

**আপনজন ডেস্ক:** ইয়েমেনে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিদেশি সংস্থায় কাজ করা ৫০ জনের কর্মীকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে দেশটির হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। খবর আরব নিউজ।

আজ শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির মানবাধিকার মন্ত্রী আরমান আহমেদ। তিনি জানান, এদের মধ্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করা ১৮ কর্মী রয়েছেন।

তারা ইউএনডিপি, ওসিএইচএ ও ডব্লিউএফপিএ’র মতো সংস্থাগুলোতে কাজ করেন। আর ৩২ জন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তায় চলা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইন্সটিটিউট, জার্মানির জিআইজেড ও অন্যান্য সংস্থার সদস্য।

হুথি বিদ্রোহীরা ইয়েমেনের রাজধানী সানা নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেশটির উত্তরের বিশাল অংশ তাদের দখলে রয়েছে। গতকাল তারা রাজধানীর বিভিন্ন বাড়ি এবং অফিসে অভিযান চালায়। এ সময় হুতি বিদ্রোহীরা ওই কর্মকর্তাদের ফোন এবং কম্পিউটার জব্দ করে। ইয়েমেনের দক্ষিণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করা দেশটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকার জানিয়েছে, জাতিসংঘের ওই কর্মকর্তারা মানবাধিকার কর্মী ছিলেন এবং তারা মানবিক সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও কাজ করতেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫৫ সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

## নেতার বৈশিষ্ট্য

একজন রাজনৈতিক নেতার বৈশিষ্ট্য কী হইবে তাহা লইয়া একটি বৈশ্বিক ধারণা রহিয়াছে। সেই ধারণাটি হইল, দেশ পরিচালনাকারী তথা নেতার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকিতে হইবে : শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, সাহস, মানুষের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তা।

লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় যেইখানে একজন নেতার কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ, উন্নতিসাধনের জন্য গৃহীত কার্যাবলির ব্যাপারে দৃঢ়, বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা ও সমাধানে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বোপরি কোনটা সঠিক তাহা বুঝিবার জ্ঞান তাহার থাকিতে হইবে। এই সকল গুণাগুণ না থাকিলে রাষ্ট্র অসফল হইতে পারে, এমন কথাও কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও এমআইটির অর্থনীতিবিদ দারোন অ্যাসমগুলু এবং হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস এ রবিনসনের যৌথভাবে লিখিত 'হোয়াই ন্যাশনস ফেইল' গ্রন্থে তাহারা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের সফলতা এবং বিফলতার সহিত একই সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যাহা প্রকারান্তরে নেতার সফলতা-বিফলতারই প্রতিফলন।

তবে বর্তমান সময়ে ভালো হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সেই বিচারে না গিয়া ইহা বলা যায় যে, বিশ্বের নেতাদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসিয়াছে। অর্থাত্ বিগত দিনের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বর্তমান বিশ্বের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে বিশ্বনেতারা প্রতিপক্ষের বিষয়ে কিংবা ভিন্ন দেশের বিষয়ে অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

অর্থাত্ কথাবার্তায় কূটনৈতিক নর্ম অনুসরণ না করিয়া সহজ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। এখনকার বিশ্ব বিগত বিশ্বের চাইতে অনেক জটিল ও স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছে। এক দেশের সহিত আরেক দেশের প্রতিযোগিতা কেবল অর্থনীতি বা যুদ্ধাস্ত্রে সীমাবদ্ধ নাই। যুক্ত হইয়াছে প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রতিযোগিতাসহ নানা বিষয়।

আধুনিক সময় একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান দেশের অভ্যন্তরের অথবা বহির্বিশ্বের কোনো বিষয় লইয়া তাহার মত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্য প্রকাশ করেন টুইটার (বর্তমানে এক্স), ফেসবুক অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এবং ইহা করিতে দেখা যায় কোনো ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তিনি পোস্ট করিবার এক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য একজন নেতা তাহা দেখিতে পান এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ইহাদের ভালোমন্দ দুইটি বিষয়ই রহিয়াছে। নেতাদের মধ্যে আন্তরিকতাও যেমন বাড়িতেছে, তেমনি বৈরী ভাবও প্রকট হইতেছে। সম্পর্কের উঠানামাও ঘটিতেছে রাতারাতি।

অন্যদিকে আমরা লক্ষ করিয়া থাকি, যেই সকল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ়, সেই সকল দেশের নেতারা শুধু কথা বলায় সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং সরকারের কাজেও অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

হয়তো সেই কারণেই ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, 'তাহারাই হইল সত্যিকার সফল রাজনৈতিক নেতা, যাহারা রাজনীতির চাইতে সরকারি কাজে অধিক মনোনিবেশ করেন।'

তবে ভিন্ন কথাও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগবিষয়ক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্ক স্কাউজেন তাহার একটি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতিবিদদের পরিবর্তন করিতে পারিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণকে পরিবর্তন করিতে পারিব না, যাহারা তাহাদের ভোট দেয়।'

ইহাও একটি বাস্তবতা। কারণ মানুষের মধ্য হইতেই তো নেতা উঠিয়া আসিতেছে। তাহারাও সমাজের অংশ। তাহাদের মধ্যেও সমাজের চিন্তা প্রতিফলিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

# যেসব কারণে মোদির জনপ্রিয়তা ধাক্কা খেল

**আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে উদীয়মান ভারত তার প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জনে সফল হচ্ছে না। এটা অনেকটাই অনুভূত হয়েছে মোদি সরকারের সময়ে। এবার থাকছে দেশের সরকারের উদার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির প্রসঙ্গ। এবারের নির্বাচনকালে একজন মুখ্যমন্ত্রী ও একজন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তারের বিষয়টি দেশের জনগণ ভালোভাবে নেয়নি। লিখেছেন আলী ইমাম মজুমদার...**

বলার অপেক্ষা রাখে না, গণতান্ত্রিক বিশ্বে অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জন ১৯৪৭ সালে। বিশ্বের সেই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল সাত দফা জুড়ে। ফলাফলও প্রকামিত হল ৪ জুন।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করে আসছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি এর ছন্দপতন ঘটায়। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে সবল নেতৃত্ব ও কুশলী রাজনীতিক ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধী। এত সব সত্ত্বেও জরুরি অবস্থা জারি ও প্রাসঙ্গিক কিছু কালাকানুন ভারতের জনগণ মেনে নেয়নি। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তিনি ও তাঁর দল পরাজিত হয়। ভারতীয় জনগণ সফল হয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটাতে।

তবে ১৯৮০ সালে সেই ইন্দিরা গান্ধী আবার বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাঁর আগের সরকারের সময়ের বাড়াবাড়ির জন্য ভারতীয় ভোটারদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আবারও বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে তিনি গঠন করেন সরকার। আমৃত্যু বহাল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদে। সে দুটি নির্বাচন ভারতের ভোটারদের গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে বিবেচনা করা হয়।

এবারের নির্বাচনের আগে টানা ১০ বছর ক্ষমতায় ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। এর আগে মোদি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানকার একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি বিতর্কিত হলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দক্ষতার ছাপ রাখেন।

ভারতবাসী ২০১৪ সালে তাঁর মধ্যে একজন যোগ্য ও দক্ষ নেতার ছাপ দেখতে পেয়ে নির্বাচিত করেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। এর পরবর্তী ২০১৯ সালের নির্বাচনেও তিনি সে বিজয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এই ১০ বছর শাসনকালে তিনি ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বৃদ্ধি পেয়েছে জিডিপি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। সবল করেছেন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

তবে অভিযোগ রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি, আয়বৈষম্য ও ধনিকশ্রেণির সপক্ষে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের। আরও অভিযোগ আছে–ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব দমনে ব্যর্থতা।

দরিদ্র ও সমাজের অবহেলিত অংশের প্রতি রাজ্য সরকারগুলোর বিভিন্ন কল্যাণকর কর্মসূচিতে যথাযথ সহযোগিতা না করার অভিযোগও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রয়েছে। সম্ভবত নির্বাচনী ফলাফলে ঘটেছে এর প্রতিফলন। ক্ষমতাসীন দল বিজেপি এককভাবে সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও সরকার গঠন করতে আবশ্যক হবে শরিক দলের সহায়তা। এ ক্ষেত্রে বিহারের নীতীশ কুমার ও অন্ধ্র প্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর যথেষ্ট প্রভাব থাকবে সরকারে। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের শক্তি কিছুটা কম হলেও একেবারে ফেলনা নয়।

প্রশ্ন আসে, এবার নরেন্দ্র মোদির দল ২০১৯ সালের নির্বাচন থেকে ৬০টির কম আসন কেন পেল? কেন সংখ্যালঘিষ্ঠ হলো উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলোয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলোয় আগে থেকেই তাদের তেমন কোনো অবস্থান ছিল না। এবার বরং সামান্য উন্নতি করেছে। কংগ্রেস আগের অবস্থান থেকে এগিয়েছে অনেক। চমকপ্রদ ফল করেছে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল।

দীর্ঘদিনের বিজেপির ভোট প্রাপ্তির হাতিয়ার রামমন্দির যে স্থান থেকে নির্মিত হয়েছে, সেই অযোধ্যায় হেরে গেল তারা। ফলাফলে জোটের সমীকরণ অনেকটা কাজ করেছে, এটা অসত্য নয়। তবে এ ধরনের সমীকরণ আগেও ছিল। অনেক জাতপাত, ধর্ম, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতকে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর পর নরেন্দ্র মোদি দৃঢ়তার সঙ্গে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু কমে গেল জনসমর্থন। এর কারণ অনেক। প্রথমেই বলতে হয় ধনী-দরিদ্র পার্থক্য ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। বেড়েছে বেকারত্ব। বিজেপি সংবিধান পরিবর্তন করে ভারতের রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য পাল্টাতে পারে–এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

**দীর্ঘদিনের বিজেপির ভোট প্রাপ্তির হাতিয়ার রামমন্দির যে স্থান থেকে নির্মিত হয়েছে, সেই অযোধ্যায় হেরে গেল তারা। ফলাফলে জোটের সমীকরণ অনেকটা কাজ করেছে, এটা অসত্য নয়। তবে এ ধরনের সমীকরণ আগেও ছিল। অনেক জাতপাত, ধর্ম, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতকে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর পর নরেন্দ্র মোদি দৃঢ়তার সঙ্গে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু কমে গেল জনসমর্থন। এর কারণ অনেক। প্রথমেই বলতে হয় ধনী-দরিদ্র পার্থক্য ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। বেড়েছে বেকারত্ব। বিজেপি সংবিধান পরিবর্তন করে ভারতের রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য পাল্টাতে পারে–এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।**

জওহরলাল নেহরু কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর মডেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে অথবা অনুকরণ করার মতো নয়। তবে অনগ্রসর শ্রেণিগুলোর জন্য ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম আয়বৈষম্য কমাতে অনেকটাই সহায়ক হতে পারে–এ বিষয়ে বিজেপি জাতীয় পর্যায়ে তেমনটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না। পক্ষান্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই এটাকে প্রধান পুঁজি করেছিল। এর সুফলও তারা পেয়েছে।

কৃষি আবহমানকাল থেকে ভারতের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। সে খাতের চালিকা শক্তি কৃষকেরা নরেন্দ্র মোদির সরকারের কাছে অনেকটাই উপেক্ষিত ছিলেন বলে অভিযোগ বারবার হয়েছে। সেই বিক্ষুব্ধ কৃষকসমাজ ধর্মীয় উন্মাদনার ঊর্ধ্বে থেকে ভোট দিয়েছেন–এমনটাই দেখা যায়। বিশেষ কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিগির তুলে দীর্ঘমেয়াদি সুফল মেলে না, এটাও এই নির্বাচনের একটি শিক্ষা। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা বললেও অনেকটা বিপরীত চিত্রই দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বৈরিতা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ভারতের সরকার ও জনগণের অবদানকে আমরা কৃতজ্ঞার সঙ্গে স্মরণ করি। তেমনই প্রশংসা করি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি, পাহাড়ি সশস্ত্র জনগোষ্ঠীকে ফেরত পাঠানো, ছিটমহল বণ্টনের প্রশ্নে ভারতীয় শাসকদের উদারতার।

অন্যদিকে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীগুলোর পানিবণ্টনে অনীহা, ট্রানজিটসহ বিভিন্ন ব্যবস্থায় অসম চুক্তি, সীমান্তে অব্যাহত হত্যাকাণ্ড আমাদের আহত হওয়ার কারণ। তা ছাড়া বাংলাদেশের সরকার গত দেড় দশক একটি অংশগ্রহণমূলক পক্ষপাতহীন নির্বাচন না দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার পেছনেও ভারত সরকারের কূটনৈতিক সমর্থন রয়েছে–এমন ধারণাও ব্যাপক। সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের সদ্ভাব থাকলেও এ দেশের জনগণ ভারতের বর্তমান শাসকদের সদিচ্ছা সম্পর্কে সংশয়বাদী। ঠিক তেমনই অবস্থা শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানের। ইতিমধ্যে ছোট রাষ্ট্র মালদ্বীপে ভারতবিরোধী মনোভাবের বিস্ফোরণ ঘটেছে।

আমরা প্রয়োজনে ভারতকে সব সহযোগিতা দিতে চাই। তাদের সাতটি পাহাড়ি রাজ্যে সহিংস তৎপরতা দমনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে সে প্রমাণ বাংলাদেশ রেখেছে। আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে উদীয়মান ভারত তার প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জনে সফল হচ্ছে না। এটা অনেকটাই অনুভূত হয়েছে মোদি সরকারের সময়ে। ভারতের সচেতন ভোটাররা নিশ্চয় এ বিষয়ও নজরে রেখেছেন।

এবার থাকছে দেশটির উদার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির প্রসঙ্গ। এবারের নির্বাচনকালে একজন মুখ্যমন্ত্রী ও একজন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তারের বিষয়টি দেশের জনগণ ভালোভাবে নেয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কারণে ইডি, সিবিআইয়ের মতো প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়েছে–এমনও অভিযোগ রয়েছে। এর সব ছাপই পড়েছে আলোচিত নির্বাচনে এমনটা অনুমান অসংগত হবে না।

উদার গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া ভারতের ভোটাররা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কখনো ভুল করেননি। গণতন্ত্রের চর্চা যেখানে আছে, সেখানে এমনটি দেখা যায়। এ দেশেও তা-ই দেখা গেছে স্বাধীনতার আগে ও পরে। যখন জনগণ সুযোগ পেয়েছে, সে সুযোগ তারা ব্যবহার করেছে সঠিকভাবে। ভারত ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করছে। এর বিপরীতে যখন যে শক্তি এসেছে, তাকে সুযোগমতো বার্তা দিয়েছে। এবারও তারা সে বার্তা দিল ইভিএমে বোতাম টিপে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিকের সংবাদভাষ্যের শিরোনাম 'পরাজয়ের অনুভূতিসম্পন্ন একটি জয়'। আর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের নির্বাচনী ফলাফলকে নিবন্ধে বলা হয়েছে 'বিজয়ের সাদৃশ্য একটি পরাজয়'। সত্যিকার অর্থে ভারতের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে এমনটাই ঘটল।

*সৌ: প্র: আ:*

# ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন, নতুন নেতৃত্বের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ

**সরাফ আহমেদ**

পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ ইউরোপ, যেখানে মহাদেশীয় পার্লামেন্ট রয়েছে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের উত্থান যেই মহাদেশ থেকে, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার অতীত তাদের রয়েছে। তারাই আবার এখন একই ছাদের নিচে নানা দেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসা পার্লামেন্ট সদস্যরা মহাদেশটির কল্যাণে কাজ করছে। ৬ থেকে ৯ জুন হতে যাচ্ছে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের দশম নির্বাচন।

বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে ইউরোপীয় জাতিসত্তার আয়না বলা হয়ে থাকে। ৭২০ আসনবিশিষ্ট এই পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ৩৫০ মিলিয়ন।

১৯৫১ সালে ছয়টি দেশ দ্বারা গঠিত ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায় (ইসিএসসি) প্রতিষ্ঠার পর থেকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য চলে যাওয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যায় রয়েছে ২৭টি দেশ। দেশগুলো হলো বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সুইডেন, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও সাইপ্রাস। এই দেশগুলোয় ৬ থেকে ৯ জুন চার দিন ধরে দশম ইউরোপীয় সংসদ নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্রের সব নাগরিক ভোট দেওয়ার অধিকারী ভোটারদের বয়সসীমা ১৮ হলেও এই বছর জার্মানিতে এবং অস্ট্রিয়ায় ভোট দেওয়ার অধিকার ১৬ বছর বয়সে এবং গ্রিস এবং মাল্টায় ১৭ বছর বয়সে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জার্মানিতে, প্রায় ৬৬ মিলিয়ন নাগরিক আগামী রোববার ৯ জুন ভোট দেবেন।

ইউরোপীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দল থেকে ব্যক্তি বিশেষ সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করতে পারেন না। শুধু দলভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করেন। যেকোনো দল তাদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অনুযায়ী সংসদ সদস্য পদ লাভ করেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সংসদ সদস্য কোটা নির্ধারিত হয়, দেশটির লোকসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী। সেই হিসাবে ৮৩.৮ মিলিয়ন মানুষ-অধ্যুষিত জার্মানির লোকসংখ্যার অনুপাতে সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা ৯৬। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা সব সময় পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

যে উদ্দেশ্য ও ধারণা থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল, তা ছিল পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার সম্প্রসারণ। ইউরোপজুড়ে 'সাধারণ বাজার' সৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর ইউরোপীয় একত্রীকরণকে আজও একটি 'শান্তি প্রকল্প' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্রমেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'ইউরোপীয় আত্মা' বলে পরিচিতি পাই। প্রথম দিকে ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে বিষয়টি এত গুরুত্ব না পেলেও ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সুফল সদস্যদেশগুলোর জনগণের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করে। দীর্ঘ সময়জুড়ে ইউরোপীয় রাজনীতিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইইউ জোট বিশ্বে এখন একটি স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইউরোপের অনেক দেশে রাজনীতি ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে। অনেক দেশে জাতীয়তাবাদী ও পপুলিস্টরা শক্তি অর্জন করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইউরোপীয় নির্বাচনে রক্ষণশীলদের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। সে ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সামনে আরও চ্যালেঞ্জ আসছে।

প্রায় দুই বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে নতুন সংকটের মধ্যে ফেলেছে। আগামী বছরগুলোয় এই জোটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কী আকারে এবং কী পরিমাণে ইউক্রেনকে সমর্থন অব্যাহত রাখা সম্ভব। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যদি ইউক্রেনের বাইরে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন চালায়, তবে তা শেষ পর্যন্ত কী পর্যায়ে যাবে, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমাতে কী পন্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই বিষয়সহ ইইউকে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি সামনে এসেছে।

প্রায় আট মাস ধরে চলা ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন নিয়েও ইইউ জোটে ভিন্নমত রয়েছে। ইউরোপের দক্ষিণপন্থীরা অভিবাসী, শরণার্থী, বর্ণবাদী ও ইসলামবিরোধী ভাবনার দক্ষিণপন্থীরা আবার ইউরোপ ঐক্যেরও বিরোধী। দেশ চালানোর মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো ভালো মডেল দিতে না পারলেও স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে জনগণের মন জয়ের চেষ্টা করছে এবং এবারের নির্বাচনেও সেই পন্থায় এগিয়েছে।

২০১৯ সাল থেকে নির্বাচিত ইউরোপীয় কমিশনের সভানেত্রী ভন ডার লেয়েন দশম ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে বলেছেন, 'পাঁচ বছর আগে আমরা ইউরোপীয় জনগণের কাছে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা ইইউ নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে এবং নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তারপর থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং আমরা আমাদের কথা রেখেছি।'

তিনি বৈশ্বিক মহামারি থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত ঘটনা, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জ্বালানি-সংকট মোকাবিলার কথা বলেছেন। ইউরোপের ২৭টি দেশের ভোটাররা ৬-৯ জুন আবারও পাঁচ বছরের জন্য তাদের ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন।

গতবারের ইইউ পার্লামেন্ট নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক ১৭৬টি আসন পেয়েছিল ইউরোপের খ্রিষ্টান গণতান্ত্রিক ধারার জোট এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৯টি আসন পেয়েছিল সামাজিক গণতান্ত্রিকদের জোট এরপরেই ছিল লিবারেল গণতান্ত্রিক জোট এবং পরিবেশবাদী সবুজ দলের জোট। ইউরোপীয় ইউনিয়নে তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের একটি হলো ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। এ ছাড়া রয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিল।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বা পার্লামেন্টের সদস্যরা মূলত জোটভুক্ত দেশগুলোর জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, জোটের বিভিন্ন বিষয়ে আইনপ্রণেতা হিসেবে কাজ করে। জোটের বাজেটের ক্ষেত্রেও ইইউ পার্লামেন্টে সম্মতির প্রয়োজন হয়। ইউরোপীয় কমিশন জোটের প্রশাসনিক বিষয়াদি এবং ইউরোপীয় কাউন্সিল সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সরকারগুলোর প্রতিনিধিসংবলিত কমিটি। ইইউ পার্লামেন্টের সদস্যরাই তাঁদের পছন্দমতো ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন।

ইউরোপ মহাদেশের ৪৭টি দেশের সবাই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্ত না হলেও নানা ভিন্ন জাতিসত্তার একই ছাদের নিচে পার্লামেন্টে বসা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯৫৭ সাল থেকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কার্যক্রম শুরু হলেও সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন শুরু হয় ১৯৭৯ সাল থেকে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় রাজনীতিকেরা এই উপমহাদেশীয় ঐক্যবদ্ধতাকে আরও এগিয়ে নিতে চাইছেন তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক কালের ইইউ জোটবিরোধী কট্টর জাতীয়তাবাদী দলগুলো, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপ স্নায়বিক বিরোধ। ইউরোপীয় রাজনীতিকেরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ইউরোপে যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কৃতি তথা মহাদেশীয় পার্লামেন্টারি প্রথা গড়ে তুলেছে, তা বিশ্বের কাছে সর্বদা দৃষ্টান্ত হয়ে রইবে।

*সৌজন্যে: প্র. আ.*

## প্রথম নজর

# নিট-এ নজরকাড়া সাফল্য হাশিমিয়ার

**এম মেহেদী সানি ● হাড়োয়া**

**আপনজন:** উত্তর চব্বিশ পরগনায় অন্তর্গত হাড়োয়ার 'হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী'র শিক্ষার্থীরা ২০২৪ নীট পরীক্ষায় দারুণ সাফল্য পেয়েছে । কর্ণাটক এর 'শাহীন একাডেমীর' তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় 'হাসিমিয়া'স শাহীন একাডেমী'র নীট বিভাগটি । এবছর মোট ১৬ জন ছাত্র- ছাত্রী নীট পরীক্ষায় বসেন, যার মধ্যে ৬০০ নম্বর অতিক্রম করেছে ৫ জন । প্রথম স্থান অধিকারীনী আকসা পারভীন ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৩৫ নম্বর পেয়েছে সে । দ্বিতীয় স্থান অধিকারীনী সায়েস্তা খাতুন, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬১৮ । আবু সাঈদ বৈদ্য পেয়েছে ৬০৬ নম্বর । হাসিমিয়া'স শাহীন একাডেমীর পঠন পাঠনের মান, হোস্টেল পরিকাঠামো এবং শাহীনের অনলাইন ক্লাস, শিক্ষিকাদের শিখনীর কৌশল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কৃতীরা । শিক্ষার্থীদের সাফল্যে খুশি একাডেমীর প্রিন্সিপাল তানভীর মকবুল, একাডেমীর সুপারিনটেনডেন্ট মুফাস্বির হোসেনরা । নিট এ সাফল্য প্রসঙ্গে তাঁরা জানান, একটি বৃহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই সফলতা একটি পদক্ষেপ মাত্র । একাডেমীর সম্পাদক আকবর আলি সাহেব বলেন আমাদের এই সফলতা মুসলিমদের শিক্ষা আন্দোলনকে ভবিষ্যতে আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে ।

# মাছ ব্যবসায়ী তৃণমূল কর্মীর উপর হামলার ঘটনা এবার বেলুড়ে

**মনিরুজ্জামান ● বারাসত**

**আপনজন:** পেশায় মাছ ব্যবসায়ী এক তৃণমূল কর্মীর উপর হামলার ঘটনা এবার হাওড়ার বেলুড়ে। এই হামলার ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উঠলো অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এই ঘটনায় কোনও রাজনীতি যুক্ত নেই বলেও দাবি উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে বেলুড়ের রাজেন শেঠ লেনে। ওই এলাকারই এক মাছ ব্যবসায়ী তৃণমূল কর্মী ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার আগে থেকে ইন্দ্রজিৎকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, তাঁর মাছের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। আতঙ্কে গত কয়েক দিন ইন্দ্রজিৎ মাছের দোকান বসাতে পারেননি। শুক্রবার সকালে মাছ বিক্রি করতে বসতেই ইন্দ্রজিতের উপর আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতীরা। এদিকে, ঘটনার পর এলাকায় গেলেও অভিযুক্তদের খোঁজ মেলেনি। তবে মূল অভিযুক্তের স্ত্রী জানান, ওই তৃণমূল কর্মী বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁর স্বামীকে ফোন করে অশ্রাব্য গালাগালি করছিলেন। এমনকি তাঁর শিশু কন্যার নামেও নানা কুকথা বলেছিলেন। এদিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে গেলে ফের উল্টে গালাগালাজ করেন তৃণমূল কর্মী ইন্দ্রজিৎ। আর তখনই বচসা বাধে। গণ্ডগোল বেধে হয়। প্রসঙ্গত, এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্তরা পলাতক। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বেলুড় থানার পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্স এদিন ঘটনাস্থলে আসে। সাময়িকভাবে অবস্থা সামাল দেওয়া গেলেও এখনও এলাকা থমথমে রয়েছে।

## কুরবানীর ব্যবস্থা

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।

১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-
২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।

**কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।**

টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে

**DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN**

SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451

**সভাপতি:** মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা
**সম্পাদক:** মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব।
ফোন নং- 9830401057

**দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন**

পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

# বাজারে জমে রয়েছে জল, চরম সমস্যার আবর্তে আইহো বাজার

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** বাজারে জমা রয়েছে জলে সমস্যায় আইহো বাজার। নিকাশি সমস্যায় জেরে ভুক্তভোগী বাসিন্দারা।আইহো পঞ্চায়েতে আইহো বাজারে নিকাশি সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বাজারে আসা বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা।কয়েক দিন জন্য আগের বৃষ্টিতে আইহো বাজারের রাস্তায় জল জমে যায়।শুক্রবার সকাল থেকে দেখা গিয়েছে রীতিমতো কাদা জমে গিয়েছে। এতে নাজেহাল আইহো হাটখোলার দোকানদার ও বাসিন্দারা। * স্থানীয়দের অভিযোগ, আইহো পঞ্চায়েত সদরে বাজারের পাশাপাশি। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে যায়। জল কাদার বাজারে জিনিসপত্র কিনতে এসে ক্রেতাদের সমস্যায় পড়তে হয়। এনিয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, সামান্য বৃষ্টিতেই বাজারের রাস্তা জল, কাদা হয়ে যায়। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। আর কতদিন এই সমস্যা চলবে? সামনেই বর্ষাকাল আসতে চলেছে। এখনই এরকম অবস্থা হলে বর্ষায় কী হবে তা ভাবতেই দুর্ভোগের আশঙ্কা করছি। আইহো পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির বাসনা মণ্ডল বলেন, আমরা চেষ্টা করছি নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করার। বাজারের ঢোকার মুখে সামনেই জল জমে রয়েছে , সেখানেই ওই জল ফেলার কোন ব্যবস্থা নেই রাস্তার পাশে বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে যার ফলে জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই।খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি লিড শওকত মোল্লার

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং**

**আপনজন:** অষ্টাদশ তম লোকসভা নির্বাচন পর্ব নির্বিঘ্নে মিটেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচন কে পাখির চোখ রেখে লোকসভার ফলাফল নিয়ে শাসকদলের অন্দরে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল ৪৭০২১৯ ভোটে জয়লাভ করে হ্যাট্রিক করেছেন।জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের গোসাবা(১২৭) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুব্রত মন্ডল লিড দিয়েছেন ২৬৮৫২, বাসন্তী(১২৮) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল লিড দিয়েছেন ৭৮০০১, কুলতলি(১২৯) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গণেশ মন্ডল লিড দিয়েছেন ৩৮৪০৭, জয়নগর (১৩৬) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস লিড দিয়েছেন ৪২২৯০, ক্যানিং পশ্চিম(১৩৮) বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস লিড দিয়েছেন ৬৯৮৬২, ক্যানিং পূর্ব(১৩৯) বিধানসভার বিধায়ক শওকত মোল্লা লিড দিয়েছেন ১৬৬২২৪, মগরাহাট পূর্ব(১৪১) বিধায়িকা নমিতা সাহা লিড দিয়েছেন ৪৬৮৭১। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে শওকত ছিলেন নজরবন্দি। বিধানসভা এলাকার বাইরে বের হতে পারবেন না। জারী হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। এমত অবস্থায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিমা মন্ডলের জয়ের ব্যাপারে তিনিই হয়ে ওঠেন ত্রাতা।সর্ব্বোচ্চ ১৬৬২২৪ ভোট লিড দিয়েছেন। যা অন্য কোন বিধানসভার থেকে ব্যাপক মার্জিন।অন্যদিকে সব মিলিয়ে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ৭ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ব্যাপক পরিমাণে লিড পেয়েছেন প্রতিমা মন্ডল। শওকত জানিয়েছেন, 'লক্ষীর ভান্ডারের জন্য মায়েরা দুহাত তুলে মা-মাটি-মানুষ কে আশীর্বাদ করেছেন। যারজন্য ভালো ফলাফল হয়েছে।'

# ভোটের পর জলের লাইন কেটে দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা!

**রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি**

**আপনজন:** লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর মুর্শিদাবাদের কান্দি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাতের অন্ধকারে রাস্তার পাশে সরকারি ট্যাপ কল এবং জলের পাইপ লাইনের সংযোগ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা জানাজানি হতে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পুরসভার কর্মকর্তারা এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুরসভার জলের সংযোগ নষ্ট করার চেষ্টার ঘটনাটি বৃহস্পতিবার কান্দি পুরসভা কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে পুলিশকে জানিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কান্দি থানার পুলিশ। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কান্দি পুরসভা বহরমপুর লোকসভার অধীনে রয়েছে। এবার লোকসভা নির্বাচনে কান্দি পুরসভার ১৮ টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র চারটি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। ১২ টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে বিজেপি এবং দুটি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। ভোটের এই ফল সামনে আসতেই দুষ্কৃতীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিজেপি সহ বিরোধীরা যে সব ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে, সেখানে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা রাস্তার ধারে থাকা ট্যাপ কল এবং জলের সংযোগের লাইন কেটে দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা ব্যাহত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়র কান্দি পুরসভা কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে পুলিশকে জানিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কান্দি থানার পুলিশ। পুরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক বলেন, 'নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মনে পুরসভার সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য গত দু'দিন ধরে রাতের অন্ধকারে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে ট্যাপ কল ও জলের সংযোগ ভেঙে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমরা গোটা বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলর এবং আমাদের বিধায়ক অপূর্ব সরকারকে জানিয়েছি।' চেয়ারম্যান অভিযোগ করেন, 'কিছু মানুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন লোকসভা নির্বাচনে কান্দি পুরসভা এলাকায় তৃণমূল আশানুরূপ ভোট না পাওয়াতে বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিষেবাতে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে।

# উলবেড়িয়ায় সংবর্ধিত সাজদা

*আপনজন: নিমদিঘীর সাংসদ কার্যালয়ে শুক্রবার উলুবেড়িয়া লোকসভার তৃণমূল সাংসদ সাজদা আহমেদ-কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। ছবি-সুরজীৎ আদক।*

# হুগলিতে জয় রচনার, তবু চুঁচুড়ায় নেতাদের পদত্যাগের হিড়িক

**জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া**

**আপনজন:** রচনা জিতলেও ভোটের ফল বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, চুঁচুড়ায় তৃণমূল প্রার্থীর থেকে বেশি ৮২৮৪ ভোট বেশি পেয়েছেন বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির হাতে থাকা আসন। তার উপর আবার দুই অভিনেত্রীর সম্মানের লড়াই ছিল হুগলিতে। শেষ পর্যন্ত লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলেও তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিল হুগলির লোকসভা কেন্দ্রের চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকায়। রচনা ভোটে জিতলেও চুঁচুড়ায় ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধান। হুগলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭৭ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা জিতলেও ভোটের ফল বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, চুঁচুড়ায় তৃণমূল প্রার্থীর থেকে বেশি ৮২৮৪ ভোট বেশি পেয়েছেন বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। যদিও গত বিধানসভা নির্বাচনে চুঁচুড়ায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূলই। ফলে, রচনা জয় পেলেও চুঁচুড়ার তৃণমূল নেতাকর্মীদের আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। চুঁচুড়া ছাড়াও বলাগড় এবং সপ্তগ্রাম বিধানসভা এলাকাতেও পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে খবর, হারের কারণ পর্যালোচনা করতে চুঁচুড়া বিধানসভার অন্তর্গত ব্যান্ডেল, দেবানন্দপুর, কোদালিয়া-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। সূত্রের খবর, চুঁচুড়ার বিধায়ক দলেরই প্রধান, উপপ্রধান সহ জন প্রতিনিধিদের হারের কারণে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের বিধায়ক অপমানিত করেন বলেও অভিযোগ। চুঁচুড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ঝন্টু বিশ্বাসের অভিযোগ, 'মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে দলের কর্মী কাউন্সিলরদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ফল এটা। কাউন্সিলরদের সঙ্গে কুকুর ছাগলের মতো ব্যবহার করেন বিধায়ক। তাই এই পরাজয় হয়েছে।' ঝন্টু বিশ্বাসের দাবি, এ ভাবে চললে চুঁচুড়ায় দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পরবে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'চারটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান পদত্যাগ করেছেন। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁদের বিবেক আছে। তাঁরা পদে থাকা অবস্থায় দলের পরাজয় হয়েছে। মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। কেন এমন হল, তা নিয়ে বসে পর্যালোচনা করব।'

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# নিটে নজর কাড়ল গাজোল ব্লকের কৌশিকী

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা**

**আপনজন:** সর্ব ভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা(নিট) পরীক্ষায় নজর কাড়ল ফলাফলে গাজোল ব্লকের কৌশিকী সরকার। সর্ব ভারতীয় তালিকায় প্রথমসারির দিকে জায়গা করে কার্যত শিরোনামে উঠেছে সে। প্রত্যাশিত ফলে খুশি কৌশিকী। মোট ৭২০-র মধ্যে ৭০৬ পেয়ে সর্ব ভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৭৪৯। এসসি র‍্যাঙ্ক ২২ । প্রথমবারের প্রচেষ্টাতে তার এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশি তাঁর পরিবার, পরিজনেরা। ছোট থেকেই তার স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হওয়ার। সেই স্বপ্ন সফলের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেল সে। একাদশ শ্রেণিতে নিজের পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি নিট-এর প্রস্তুতি শুরু করে। অনলাইনে আলাদা করে ফিজিক্সওয়ালা-তে কোচিং নেওয়ার পাশাপাশি বায়োলজি মালদা শহরের এক শিক্ষক প্রহ্লাদ বিশ্বাসের কাছে কোচিং নেয় সে। এদিকে ভাল ফলাফল করায় দিল্লিতে ফিজিক্সওয়ালা তার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে হাজির হতে হয়েছে কৌশিকী তার বাবা মৃণালকান্তি সরকারকে। বাবা জানান, 'মেয়ের সাফল্যে আমরা খুশি। ছোট থেকেই মেয়ের ইচ্ছে চিকিৎসক হওয়ার। দিল্লি এইমসে পড়ার খুব ইচ্ছে মেয়ের।' ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সামগ্রিকভাবে রাজ্যে দ্বিতীয় এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল কৌশিকী।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ প্যাকেজ ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

# বার্সার 'চিরশত্রু' রিয়ালের প্রশংসায় মুখর মেসি

**আপনজন ডেস্ক:** বার্সেলোনার সঙ্গে লিওনেল মেসির সম্পর্কের কথা কে না জানে! দুই দশকেরও বেশি সময় বার্সেলোনার হাওয়া-বাতাসেই আলো ছড়িয়েছেন। কাতালান ক্লাবটির জার্সিতে কতশত রেকর্ড গড়েছেন, ট্রফি জিতেছেন, গোলের ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন। কিন্তু এবার তার মুখেই বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের জন্য প্রশংসার বুলি ফুটল!

রিয়াল মাদ্রিদের ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পর ক্লাবটিকে বর্তমান সময়ের সেরা ক্লাব আখ্যা দিয়েছেন লিওনেল মেসি। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন সাংবাদিক পোল্লো আলভারেজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান বিশ্বের সেরা ক্লাবের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আপনি যদি ফলাফলের ভিত্তিতে কথা বলেন, তাহলে এটা (রিয়াল) মাদ্রিদ।'

সদ্যসমাপ্ত ২০২৩-২৪ মৌসুমে শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগই নয়, লা লিগা এবং স্প্যানিশ সুপারকোপার শিরোপাও জয় করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

যদি ফলাফল না হয়ে খেলার ধরন বিবেচ্য হয়, তাহলে কোন ক্লাবকে বিশ্বসেরার তকমা দেবেন মেসি- পোল্লোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সেটাও বলেছেন মেসি। তিনি বলেন, 'আপনি যদি খেলার ধরনের কথা বলেন- আমি ব্যক্তিগতভাবে গার্দিওলার সিটিকে পছন্দ করি এবং গার্দিওলা যে দলে থাকবেন সেটি বিশেষ হবে কারণ সে যেভাবে প্রশিক্ষণ দেয় এবং যেভাবে তার দলগুলোকে খেলায়, এই দিক দিয়ে সিটি সেরা। আর ফলাফলে রিয়াল মাদ্রিদ।'

২০২১ সালে বার্সেলোনা ছাড়ার পর পিএসজি ঘুরে এখন সুদূর মার্কিন মুলুকের ইন্টার মায়ামিতে থিতু হয়েছেন মেসি। সেখানেই এখন কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগামী ২১ জুন যুক্তরাষ্ট্রে পর্দা উঠবে কোপা আমেরিকার। তার আগে অবশ্য ইকুয়েডর এবং গুয়াতেমালার বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে আর্জেন্টিনার।

# বিশ্বকাপে সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়ে শ্রীলঙ্কার সংসদে তোলপাড়

**আপনজন ডেস্ক:** অব্যবস্থাপনা নিয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথা আগেই জানিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। তারা এ নিয়ে আইসিসির কাছে লিখিত অভিযোগও করেছে। এবার বিষয়টি নিয়ে শ্রীলঙ্কার সংসদেও হয়েছে আলোচনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৬ উইকেটে হেরে যাওয়ার পর শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও স্পিনার মহীশ তিকশানা সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, অন্যায্য সূচি ও লজিস্টিক্যাল অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছেন তাঁরা। দলটির ম্যানেজার মাহিন্দ হালানগোদা বলেছেন, আইসিসির কাছে এ নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে শ্রীলঙ্কা দল। বিষয়টি নিয়ে আজ শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডো শ্রীলঙ্কার সংসদে বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছে। একেক দেশের সুযোগ-সুবিধা একেক রকম। টুর্নামেন্টের আয়োজকদের কাছ থেকে আমরা এর ব্যাখ্যা চেয়েছি।'

শ্রীলঙ্কার বিরোধীদলীয় নেতা সাজিত প্রেমাদাসা সংসদে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের অবস্থান এই অন্যায়ের বিপক্ষে, এটা হতে দেওয়া উচিত নয়।'

শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রিকেট দলের দেখভালের জন্য একজন কর্মকর্তাকে এরই মধ্যে নাকি যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন।

শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক ও শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলের সদস্য অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস শ্রীলঙ্কার একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'অনুশীলন সুবিধা তেমন ভালো নয়। উইকেট ভালো নয়। গত ৪-৫ দিন অনেক চ্যালেঞ্জিং কেটেছে। ফ্লাইট দেরি হওয়ায় অনুশীলন বাতিল করতে হয়েছে। আমরা এটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছি না। আমরা একটা দল, যারা এমন বাধা জয় করেও জিতেছে। আমরা এসব পেছনে ফেলে পরের ম্যাচে ভালো করতে চাই।'

শ্রীলঙ্কা দলের অভিযোগ মূলত ভেন্যু থেকে তাদের টিম হোটেলের দূরত্ব নিয়ে। শ্রীলঙ্কাকে নিউইয়র্কে উঠতে হয়েছিল মাঠ থেকে দেড় ঘণ্টার দূরত্বের এক হোটেলে। তাদের প্রথম ম্যাচটি সকালে হওয়ায় ব্রুকলিনের সেই হোটেল থেকে মাঠে যেতে ও মাঠ থেকে ফিরতে ভালোই ঝামেলা পোহাতে হয়েছে বলে দাবি করেছিল শ্রীলঙ্কা দল।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে ২০ দলের মধ্যে মাত্র দুটি দল চারটি ম্যাচ খেলবে চার ভেন্যুতে। সেই দুই দলের একটি শ্রীলঙ্কা, অন্যটি নেদারল্যান্ডস। এ দুই দলই আছে গ্রুপ 'ডি'তে, যে গ্রুপে অন্য তিনটি দল বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেপাল। শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসকে যেখানে চার ভেন্যুতে খেলতে হচ্ছে চার ম্যাচ, সেখানে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিউইয়র্কেই খেলবে তিনটি করে ম্যাচ। ওই দুই দল স্টেডিয়ামের কাছেই হোটেল পেয়েছে।

# নামিবিয়াকে হারিয়ে স্কটল্যান্ডের 'প্রথম' জয়

**আপনজন ডেস্ক:** লক্ষ্যটা নাগালে রেখেছিলেন বোলাররা। রান তাড়ায় চাপের মুখে দারুণ এক জুটি উপহার দিলেন রিচি বেরিংটন ও মাইকেল লিস্ক। আর এতেই চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের দেখা পেল স্কটল্যান্ড। বারবাডোজে গতকাল 'বি' গ্রুপের ম্যাচে নামিবিয়ার বিপক্ষে স্কটল্যান্ডের জয় ৫ উইকেটে। ১৫৬ রানের লক্ষ্য ৯ বল বাকি থাকতে ছুঁয়ে ফেলে তারা।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নামিবিয়ার বিপক্ষে চারবারের দেখায় প্রথম জয়ের দেখা পেল স্কটিশরা। আগের তিনবারই তারা হেরেছিল। এই জয়ে ব্যাট হাতে বড় অবদান রাখেন বেরিংটন। ৩৫ বলে ২টি করে চার ও ছক্কায় ৪৭ রানের ইনিংসে দলের জয় নিয়ে ফেরেন তিনি। অধিনায়কের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৪৮ বলে ৭২ রানের জুটি গড়েন লিস্ক। ১৭ বলে ৪টি ছক্কায় তার ব্যাট থেকে আসে ৩৫ রান। এছাড়া বল হাতে একটি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনি। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টির কারণে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছিল স্কটল্যান্ডকে। নামিবিয়া তাদের প্রথম ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে সুপার ওভারে জিতেছিল।

# পাকিস্তানের 'প্যাথেটিক পারফরম্যান্স' বিশ্বকাপে করেছে 'প্রাণের সঞ্চার'

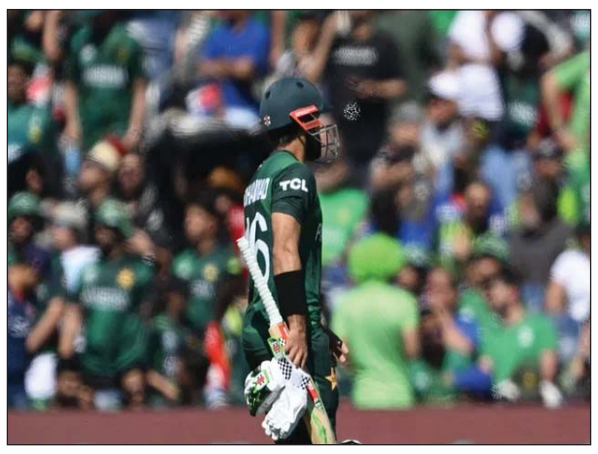

**আপনজন ডেস্ক:** ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতার, মোহাম্মদ হাফিজ...কে নেই হাহাকার করাদের দলে! যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের সুপার ওভারে হারের পর দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা হতাশায় নিমজ্জিত। কেউ করছেন হারের বিশ্লেষণ, কেউ আবার ছুড়ছেন সমালোচনার তির। অন্যদিকে বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে চলছে প্রশংসার বৃষ্টি। সাবেক ক্রিকেটারদের কেউ বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট ইতিহাস গড়েছে। কারও চোখে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের জন্য এটা অসাধারণ একটি দিন। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফের দৃষ্টিতে গতকালের এ অঘটন বিশ্বকাপে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।

ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের হারটি ধারাভাষ্যকক্ষে বসে দেখেছেন ওয়াসিম আকরাম। এ ম্যাচে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স দেখে যারপরনাই হতাশ সাবেক এই ফাস্ট বোলার।

ম্যাচ শেষে আকরাম বলেছেন, 'প্যাথেটিক পারফরম্যান্স। জয় বা হার খেলারই অংশ। কিন্তু আপনাকে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্যই এটা ছিল বাজে ব্যাপার।'

বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট পাকিস্তান এই বিশ্বকাপে কী করতে পারবে, সেটা নিয়েই এখন সন্দিহান আকরাম, 'এখান থেকে পাকিস্তান সুপার এইটে যাওয়ার জন্য লড়াই করবে। তাদের এখন ভারতসহ আরও দুটি ভালো দলের (আয়ারল্যান্ড ও কানাডা) বিপক্ষে খেলতে হবে।'

আকরামের কণ্ঠে যখন পাকিস্তানের হারে হতাশা ঝরছে, ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রকে। সুপার ওভারে ১৮ রান ডিফেন্ড করতে নেমে পাকিস্তানকে ১৩ রানে আটকে দেওয়া সৌরভ নেত্রবালকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ, 'ওয়াও, নেত্রবালকার ও কুমার পাকিস্তানের বিপক্ষে আমেরিকার হয়ে দারুণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের জন্য কী দারুণ এক দিন। সত্যিই অসাধারণ।'

ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এক্সে লিখেছেন, 'পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট।' কাইফ তো এবারের বিশ্বকাপের বৃহত্তর দিকটিই তুলে ধরেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'এটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।'

# ভারতের হয়ে পারেননি, যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে পাকিস্তানকে হারালেন অন্য সৌরভ

**আপনজন ডেস্ক:** সব ঠিক থাকলে ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে পারতেন সৌরভ নেত্রাভালকার। তবে সব আর ঠিক থাকল কোথায়! ভারতীয় ক্রিকেটে যে প্রতিযোগিতা, সেখানে নিজেকে মেলে ধরা সহজ নয়। সৌভর আগেভাগে বুঝে ফেলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে হলে ভারতে পড়ে থাকা যাবে না। এজন্য দেশের মায়া ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন এই পেসার।

সৌরভ শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ পেয়েই ক্ষান্ত দেননি। আমেরিকার জার্সিতে বিশ্বকাপে তো জায়গা করে নিয়েছেনই, সঙ্গে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের মতো পরাশক্তি দলকে হারিয়ে হইচই ফেলে দেন। মার্কিন মুলুকে শুধু নয়, বিশ্বজুড়ে চর্চা হচ্ছে সৌরভকে নিয়ে। কে এই সৌরভ?

২০১০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত হয়ে খেলেন সৌরভ।

সে দলের লোকেশ রাহুল, মায়াঙ্ক আগারওয়াল, জয়দেব উনাদকাট, সন্দীপ শর্মা, মনদীপ সিংরা ভারত জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। সৌরভও চেয়েছিলেন ভারত জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাতে। তবে পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় ২০১৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য নিজের দেশ ছাড়েন সৌরভ।

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কার্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হন। এরপরে একজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার এবং ক্রিকেটার- দ্বৈত জীবন শুরু হয় ৩২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি পেসার। কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওরাকল-এর মতো বিশ্বখ্যাত সফটওয়ার ফার্মে যোগ দেন। তবে রন্ধ্রে থাকা ক্রিকেট ছাড়তে পারেননি সৌরভ।

২০১৯-এ যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ পান সৌরভ। তারপর দলটির অধিনায়কও হন তিনি।

দলের মূল বোলার হিসাবে ইনিংস শুরু করেন। ডেথ ওভারেও সমান কার্যকরী সৌরভ। মেজর লিগ ক্রিকেটে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের হয়ে প্রথম মৌসুমে খেলেন। তবে নিজেকে পরিচিত করানোর জন্য বড় মঞ্চের খোঁজে ছিলেন সৌরভ। সে সুযোগ পেলেন এবার বিশ্বকাপে, পাকিস্তানের বিপক্ষে। সুপার ওভারে আমেরিকার অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল আস্থা রাখলেন সৌরভের ওপর। আলো কাড়তে ভুল করলেন না সৌরভ। ১৯ রান তাড়া করতে নামা পাকিস্তানকে থামালেন ১৩ রানে। ৫ রানের জয় এনে দিলেন দলকে, সঙ্গে নিজে তুলে নিলেন ইফতেখার আহমেদের উইকেট।

অথচ যখন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলেন সৌরভ। তখন পাকিস্তানের বিপক্ষে খুব কাছে গিয়েও জিততে পারেনি তার দল ভারত। হারে ২ উইকেটের ব্যবধানে। কোয়ার্টার ফাইনালের সে ম্যাচে ৫ ওভারে ১ মেডেনসহ ১৬ রান দিয়ে ১ উইকেট পান সৌভর। সেদিনের প্রতিপক্ষ দলের ওপেনার বাবর আজম এখন পাকিস্তান দলের অধিনায়ক। সেদিন ভারতের হয়ে না পারলেও গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ঠিকই পাকিস্তানকে হারালেন সৌরভ। চেনালেন নিজেকে।

# বিশ্বকাপে সাকিব রোহিতের বিশ্বরেকর্ড

**আপনজন ডেস্ক:** রোহিত শর্মা ও সাকিব আল হাসান, এই দুজনের দখলে রয়েছে ক্রিকেটের দুর্দান্ত এক বিশ্বরেকর্ড। ২০০৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত আটটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাত্র দুজন ক্রিকেটার অংশ নিয়েছেন।

একজন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অপরজন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। রোহিত ও সাকিব এবার নয়টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই অংশ নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঠে নামা ক্রিকেটারদের তালিকায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাংলাদেশের মাহমুদউল্লাহ, অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল ও ডুয়ানে ব্রাভো। মাহমুদউল্লাহ ও ওয়ার্নার এই বিশ্বকাপেও আছেন। এটি তাদের ক্যারিয়ারের অষ্টম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারদের তালিকায় প্রথম সারিতে রয়েছেন রোহিত ও সাকিব। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে রোহিতের দখলে। তিনি ২০ ওভারের বিশ্বকাপে ৪০টি ম্যাচ খেলেছেন। দ্বিতীয় স্থানে সাকিব। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৩৭টি ম্যাচে মাঠে নেমেছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যানদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রোহিত (১,০১৫) রান। আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন সাকিব (৪৭টি উইকেট)। সাকিবের এই হিসাব অবশ্য আজকের শ্রীলংকা ম্যাচের আগে।

সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছেন যে সব তারকা

১. রোহিত শর্মা : নয়টি (২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৪)।

২. সাকিব আল হাসান : নয়টি (২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৪)।

৩. মাহমুদউল্লাহহ : আটটি (২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১ ও ২০২৪)।

৪. ডেভিড ওয়ার্নার : আটটি (২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৪)।

৫. ক্রিস গেইল : সাতটি (২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০২১)।

৬. ডুয়ানে ব্রাভো : সাতটি (২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০২১)।

৭. মুশফিকুর রহিম : সাতটি (২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০২১)।

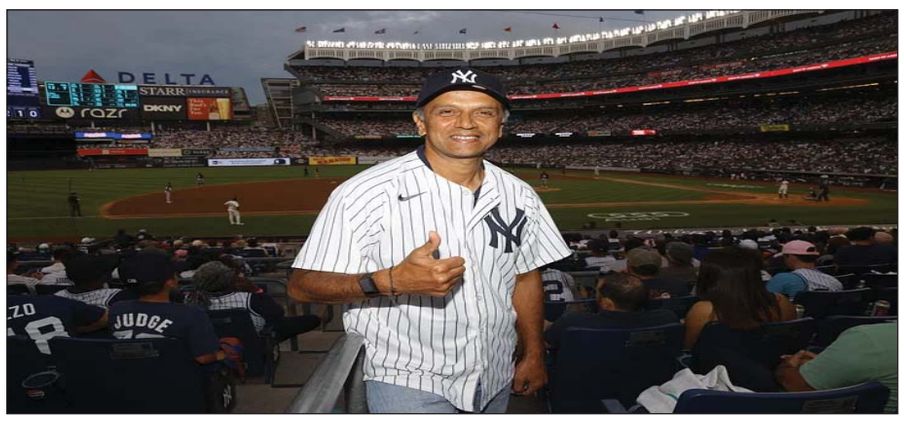

*নিউইয়র্কে চলছিল নিউইয়র্ক ইয়াকিস বনাম মিনেসোটা টুইনসের বেসবল খেলা। ইয়াংকি স্টেডিয়ামে খেলাটি দেখতে গ্যালারিতে হাজির সাবেক ক্রিকেটার ও ভারত কোচ রাহুল দ্রাবিড়*

# অলিম্পিকে খেলতে ক্লাবের সঙ্গে 'লড়াই' করবেন মার্তিনেজ

**আপনজন ডেস্ক:** আর্জেন্টিনার হয়ে অলিম্পিক গেমসে খেলার কথা অনেকবারই বলেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। প্যারিস অলিম্পিকে দলে জায়গা করে নেওয়ায় সে সুযোগও এসেছে তাঁর সামনে। কিন্তু তাঁর ক্লাব অ্যাস্টন ভিলা এখনো রাজি হয়নি।

মার্তিনেজ জানিয়েছেন, 'যদি ক্লাবের সাথে লড়াই করতে হয়, তবে আমি তা করব।অলিম্পক গেমসের ফুটবল ইভেন্টে মূলত অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেলে থাকে। এর বাইরে সর্বোচ্চ তিনজন অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে। সেই সুবিধা নিতে চান আর্জেন্টিনার কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো। এরমধ্যে অনেক খেলোয়াড় অলিম্পিকে খেলার আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু ক্লাবের ছাড়পত্র পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। এরমধ্যে প্যারিস অলিম্পিকে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নিকোলাস ওতামেন্দি ও হুলিয়ান আলভারেজ। ক্লাব থেকে অনুমতি পেয়েছেন তাঁরা। তৃতীয়জন হিসেবে মার্তিনেজ চাইলেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্লাব। এ নিয়ে ৩১ বছর বয়সী বিশ্বকাপজয়ী এই গোলরক্ষকের বক্তব্য, 'আমি সবসময় আর্জেন্টিনাকে প্রথমে রাখি, এবং এর জন্য যদি আমাকে আমার ক্লাবের সাথে লড়াই করতে হয়, তবে আমি তা করব। আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোপা আমেরিকা তারপর অলিম্পিক গেমস। আমার স্বপ্ন সোনার পদক জেতা। আমি অলিম্পিক গেমসে খেলতে চাই তবে এটি কেবল আমার উপর নির্ভর করে না।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**